CMYK

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
১লা মে থেকে ৮ই মে ২০১৯
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৫ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার মশলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■3 May 2019 ■আগরতলা, ৩ মে, ২০১৯ ইং ■১৯ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পোলিং অফিসার সহ ৪৪ জনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

পশ্চিম আসনের রিটার্নিং অফিসার মাহাত্মেকে সরিয়ে দিল কমিশন, এলেন পূর্ব আসনের আরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের পদ থেকে সন্দীপ মাহাত্মেকে সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ত্রিপুরা পূর্ব আসনের রিটার্নিং অফিসার তথা ধলাই জেলা শাসক বিকাশ সিং। পাশাপাশি, আজ সন্ধ্যা পাঁচটার মধ্যে ত্রিপুরা পূর্ব আসনে রিটার্নিং অফিসারের নতুন প্যানেল তৈরী করে নির্বাচন কমিশনে জানানোর জন্য ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারীককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় গড়মিলের কারণে ৪৪ জনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে কমিশন।

রাজ্যে দুটি আসনে লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম আসন নিয়ে বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে অভিযোগে সরব হয়েছে। পশ্চিম আসনে ভোট কারচুপির অভিযোগে সমগ্র আসনে পুনঃ নির্বাচনের দাবিতে অনড় রয়েছেন বিরোধীরা। এরই মাঝে পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসারকে সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশনের সচিব অরবিন্দ আনন্দ এক চিঠিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারীককে জানিয়েছেন, ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম জেলা শাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

সন্দীপ মাহাত্মে

বিকাশ সিং

পূর্ব আসনের রিটার্নিং অফিসার তথা ধলাই জেলা শাসক বিকাশ সিংকে। সাথে আরো জানিয়েছেন, পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার সন্দীপ মাহাত্মেকে তাঁর পদ থেকে সরানোর পাশাপাশি সমস্ত নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কমিশন আজ সন্ধ্যে পাঁচটার মধ্যে ত্রিপুরা পূর্ব আসনে রিটার্নিং অফিসারের তথা ধলাই জেলা শাসকের নতুন প্যানেল তৈরি করে জানানোর জন্য রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারীককে নির্দেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, রিটার্নিং অফিসার রদবদল হতে পারে খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই ত্রিপুরা পূর্ব আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে ত্রিপুরা পূর্ব আসনে রিটার্নিং অফিসার পরিবর্তন না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু, নির্বাচন কমিশন তাঁর অনুরোধ রাখেনি বলেই দেখা যাচ্ছে। ত্রিপুরা পূর্ব আসনে নতুন রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করবে কমিশন।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে গড়মিলের কারণে আবারও কড়া পদক্ষেপ নিল কমিশন। সূত্রের খবর, বিলোনীয়া মহকুমা শাসক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার গুঞ্জা সনোবার নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ৪৪ জনের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দক্ষিণ জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারীকের কাছে সুপারিশ করেছেন। সূত্রের খবর, ২১ জনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ, ৯ জনকে বরখাস্ত এবং ১৯ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার সুপারিশ করেছেন গুঞ্জা সনোবার। জানা গেছে, ১৫ জন প্রিসাইডিং অফিসার, ১৪ জন মাইক্রো অবজারভার, ৬ জন পোলিং অফিসার, ২ জন গ্রুপ ডি, ৪ জন পোলিং এজেন্ট এবং ২ জন ওয়েব কাস্টিং সদস্যের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সহকারী রিটার্নিং অফিসার দক্ষিণ জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারীকের কাছে সুপারিশ করেছেন।

এদিকে, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিইও'র বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক শ্রীরাম তরুণীকান্তির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাল বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনাদের সাথে দেখা করে তরুণীকান্তির বিরুদ্ধে গুচ্ছ অভিযোগ জমা দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলের সাথে যোগসাজশের অভিযোগও জানানো হয়েছে। এদিন নির্মলা সীতারমণের সাথে বিজয় সাম্পলা, বিনয় সহস্রবুদ্ধি, ওম পাঠক এবং অনিল সোনী নির্বাচন কমিশনে গিয়েছেন।

জানা গেছে, মুখ্য নির্বাচন আধিকারীকের বিরুদ্ধে অভিযোগনামার সাথে ত্রিপুরা মুখ্য সচিবের চিঠি, ত্রিপুরা সির্ভিল সার্ভিস এসোসিয়েশনের বক্তব্য এবং পশ্চিম আসনে বিদায়ী রিটার্নিং অফিসার সন্দীপ মাহাত্মের মুখ্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিবিএসই রাজ্যে সম্ভাব্য সেরা কৃষ্ণার্পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। সিবিএসই'র দ্বাদশের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। রাজ্যে সম্ভাব্য সেরা হয়েছে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের কৃষ্ণার্পিতা দেবনাথ। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী কৃষ্ণার্পিতা ৯৭.২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। রাজ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সায়নদ্বীপ ভৌমিক। সায়নদ্বীপ ৯৬.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। এদিকে, সম্ভাব্য তৃতীয় হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র অর্ণব চক্রবর্তী। অর্ণব ৯৫.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে।

এক প্রেস বিবৃতিতে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল জানিয়েছে, সায়নদ্বীপ ভৌমিক ছাড়া ৯৪ শতাংস নম্বর পেয়েছে একই বিভাগে দ্বিতীয় হয়েছে বনশ্রী দেবনাথ। ৯৩.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে অর্ঘদীপ ঘোষ। বিজ্ঞান বিভাগে মোট পরীক্ষার্থীর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিইও চক্রান্তের নায়ক ঃ রতন নাথ

কুৎসা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জমান মিছিলে হুঁশিয়ারী দিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। রাজ্যে শাসক দল এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত কুৎসার জবাব দিয়েছে বিজেপি। সাথে বিরোধীদের হুশিয়ারী দিতে ভুলেনি পার্টি। আজ বিশাল মিছিল শেষে পথসভায় ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার সদস্য রতন লাল নাথ বলেন, গত এক বছরে ২৫৬টি জনমুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি জোট সরকার। তাই, বিরোধীদের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। এজন্যই রাজ্য সরকার ও বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছেন বিরোধীরা। তিনি সিপিএম ও কংগ্রেসকে নিশানা করে বলেন, নোংরা রাজনীতি বন্ধ করুন। নইলে, মানুষ আইন হাতে তুলে নিলে আমরা দায়ী থাকব না, সতর্ক করে বলেন রতন লাল নাথ। পাশাপাশি তিনি মুখ্য নির্বাচন আধিকারীককে চক্রান্তের নায়ক বলে তুলোধুনা করেছেন।

শাসক দল বিজেপি ষড়যন্ত্রের শিকার, এই ইস্যুতে বৃহস্পতিবার আগরতলায় সদর জেলা কমিটির উদ্যোগে মিছিলের আয়োজন করেছে শাসক দল। রাজধানী আগরতলায় রবীন্দ্র ভবনের সম্মুখ থেকে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে প্যারাডাইস চৌমুহনীতে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। সেখানে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পথ সভায় প্রদেশ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। সবশেষে বক্তব্য রাখেন রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য রতন লাল নাথ। তিনি শুরু থেকেই সিপিএম এবং কংগ্রেসকে নিশানা করে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন। তাঁর কথায়, বিজেপি জোট সরকার এক বছরে ২৫৬টি জনমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, ৪ লক্ষ ২৩ হাজার মুদ্রা লোন দেওয়া হয়েছে। তাতে, ১৭৮৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। তিনি জানান, বিএড অনুপ্রেরণা যোজনায় ৫ হাজার জন ছাত্রছাত্রীদের বিএড কোর্সের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা সহ সুদ এবং দায়ভার রাজ্য সরকার বহন করছে।

রতন লাল নাথ আজ গত এক বছরে জনগণের জন্য কাজের লম্বা ফর্দ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জাতীয় সড়কে ৯টি চার লেন রাস্তা অনুমোদন, পিপিপি ৭টি ডিগ্রি কলেজ, ৪টি বিএড কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গত এক বছরে নেওয়া হয়েছে। ৮৩৮৯ কোটি টাকা জনজাতি কল্যাণে বিশেষ প্যাকেজ কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে চাকুরীতে মহিলাদের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি জোট সরকার। তিনি তুলনা টেনে বলেন, বামফ্রন্ট জমানায় মাত্র ৪টি একলব্য স্কুল স্থাপন হয়েছে। কিন্তু, গত এক বছরে ১৮টি একলব্য স্কুল স্থাপনের অনুমোদন মিলেছে। তাছাড়া, ৩টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনেরও অনুমোদন মিলেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ওটিপিসি-র শেয়ার ৫ শতাংশ বেড়ে ২৬ শতাংশ কিনেছে রাজ্য সরকার।

এই হিসাব তুলে ধরে তিনি অভিযোগ করেন, নতুন চিন্তাধারা নিয়ে যখন বিজেপি জোট সরকার কাজ করে চলেছে তখনই বিরোধীরা ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। রাজনীতির মান এতটাই নীচে নামিয়েছে, যে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবার নিয়েও কুৎসা রটানো হচ্ছে। রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরাতে অনেক আগেই কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতে পারত। কিন্তু, দিল্লির সাথে গোপন বোঝাপড়ায় এরাজ্যে দীর্ঘকাল সিপিএম শাসন করেছে। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, এখনো কেউ কেউ মনে করেন অন্য চিন্তা করতে হবে। তাঁদের উদ্দেশ্যে রতন লাল নাথ বলেন, মানুষকে অযথা বিভ্রান্ত করবেন না। এরাজ্যে কংগ্রেসের একটি আসনও নেই। সরকার গঠনের দুঃস্বপ্ন দেখবেন না।

রতনের কথায়, দেশ আজ যোগ্য নেতার হাতে রয়েছে। শক্তিশালী ভারত গঠন করতে পারবেন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত বিদ্যুৎ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। বিদ্যুতের লাইন সারাই করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত হয়েছেন এক বিদ্যুৎ কর্মী। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

বুধবার ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার মনুবাজার থানাধীন উত্তর তুইছামা গ্রামে বিদ্যুতের লাইন সারাই করতে গিয়েছিলেন রাইধন ত্রিপুরা(৪১)। ওই গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয়দের বক্তব্য, বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে লাইন মেরামতির সময় হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন রাইধন ত্রিপুরা। বিদ্যুৎস্পৃষ্টে খুঁটির উপরেই বেশ কিছুটা সময় ঝুলে রয়ে ছিলেন তিনি। স্থানীয়রা বিষয়টি লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ অফিসে খবর দেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, গ্রামবাসীরাই ওই বিদ্যুৎ কর্মীকে বিদ্যুতের খুঁটির উপর থেকে নামানোর ব্যবস্থা করেছেন। তাঁকে প্রথমে কলাছড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তাঁর আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে জি বি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ন্যাশনাল ওপেন স্কুলের গাফিলতিতে এসএসএ শিক্ষকরা দুশ্চিন্তায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। চাকুরী নিয়ে ভিষণ চিন্তায় পড়েছেন সমগ্র শিক্ষা অভিযানের (এসএসএ) অন্তর্গত চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কারণ, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনে মেয়াদ ফুড়িয়ে গেলেও, ওপেন স্কুলের গাফিলতিতে তাঁদের কোর্স সমাপ্ত হয়নি। এবিষয়টি ন্যাশনাল ওপেন স্কুলের চেয়ারম্যানের দৃষ্টিতে নিয়েছে এসএসএ শিক্ষকদের সংগঠন।

সংগঠনের সম্পাদক বাস্তব দেববর্মা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশিকা মোতাবেক ৩১ মার্চের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে ন্যুনতম ৫০ শতাংশ নম্বর সহ দ্বাদশমান

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মে দিবসের সমাবেশে বিজেপিকে একহাত নিলেও কংগ্রেস সম্পর্কে সুর নরম মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। বিকল্পের সন্ধানে আজ সারা দেশে প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে সিপিএম। তবুও, লড়াইয়ের ডাক দিয়ে কারোর উপরই আস্থা রাখছেন না কমিউনিষ্টরা। তাই, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ত্রিপুরায় আয়োজিত সমাবেশে সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের সাফ কথা, কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন হউক বা না হউক, প্রত্যাশা পূরণ হবে এমন আশা রাখলে ভুল হবে। তার বদলে, সামনের দিনে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন লড়াইয়ের আহ্বান করা উচিৎ। অবশ্য, বিরোধীতার প্রশ্নে বিজেপি এবং কংগ্রেসের সাথে সমদূরত্ব বজায় রাখলেও, অবস্থানগত দিক দিয়ে কংগ্রেসের প্রতি অনেকটাই সুর নরম রেখেছেন মানিক সরকার। তাতে স্পষ্ট, নির্বাচনী লড়াই হোক, কিংবা দাবি আদায়ে আন্দোলন, সিপিএমের বিরোধীতা শুধু বিজেপির সাথেই।

বুধবার আগরতলায় মে দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখছেন সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

বুধবার আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ত্রিপুরাতেও উদযাপন করেছে সিপিএম। সারা রাজ্যে সভা-সমাবেশের মধ্য দিয়ে এই দিনটি পালন করেছে সিপিএম। রাজধানী আগরতলায় এই দিবস উদযাপনের কেন্দ্রীয় সমাবেশ সংগঠিত হয়েছে। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধ দলনেতা দলীয় কর্মী সমর্থকদের লড়াই সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সাথে তিনি দেশের পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করতেও ভুলেননি। অবশ্য, তিনি মনে করছেন, লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।

মানিক সরকারের কথায়, লোকসভা নির্বাচনে এখন পর্যন্ত যাঁরা অংশ নিয়েছেন তাতে ভোট প্রবণতা থেকে মনে হয়েছে, কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন হওয়া প্রায় নিশ্চিত। তবে, সরকার পরিবর্তন হলেও মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে, এমনটা আশা করলে ভুল হবে, দাবি করেন তিনি। তাঁর মতে, সামনের দিনে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন লড়াইয়ের আহ্বান করা উচিৎ। কারণ, মানুষের অধিকার রক্ষায় অন্য কোন পথ খোলা রয়েছে বলে তাঁর মনে হচ্ছে না।

এদিন তিনি, নির্দিষ্ট কয়েকটি দাবি নিয়ে আন্দোলন জারি রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। চাকুরী, উৎপাদিত ফসলের সঠিক দাম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মহিলাদের সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে লড়াই আন্দোলন আরো বেগবান করার প্রতি জোড় দিয়েছেন তিনি। তবে, কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন না হলেও এই দাবি নিয়ে সরলে হবে না, তাও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভার পরই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট, রাজ্যে উন্নয়ন থমকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। লোকসভা নির্বাচনের মাঝেই রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পঞ্চায়েত দপ্তরের জনৈক আধিকারীক জানিয়েছেন, জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘোষণা হবে। ফলে, রাজ্যের উন্নয়ন কাজ কার্য্যত থমকে যাওয়ারই সম্ভাবনা প্রবল মনে হচ্ছে।

ওই আধিকারীকের কথায়, মে মাসের মাঝামাঝিতেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ হবে। একইভাবে, জুনের প্রথম সপ্তাহে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। তাঁর মতে, জুনের প্রথম সপ্তাহেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

ওই আধিকারীক জানিয়েছেন, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে মনোনয়ন পত্র জমা নেওয়া শুরু হবে। তিনি জানান, আগষ্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবে।

টানা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় রাজ্যের উন্নয়ন কাজ কার্য্যত থমকে যাবে। এমনিতেই, লোকসভা নির্বাচনের জন্য সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও আদর্শ আচরণ বিধি লাগু রয়েছে। ২৩ মে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আচরণবিধি উঠে গেলেও, রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য জুন থেকেই ফের লাগু হয়ে যাবে আচরণবিধি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য আগষ্ট পর্যন্ত বলবৎ থাকবে আচরণবিধি। স্বাভাবিকভাবে উন্নয়ন কাজ হাতে নেওয়া কোনভাবেই সম্ভব হবে না বলেই মনে হচ্ছে।

ওই আধিকারীকের কথায়, প্রচুর কাজ নির্বাচনী আচরণ বিধির জন্য আটকে রয়েছে। এখন লোকসভা নির্বাচনের পর স্বল্প সময়ে ওই সমস্ত কাজ শুরু করা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে, আগস্ট পর্যন্ত উন্নয়ন কাজ হচ্ছে না, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। ফলে, নির্বাচনের কারণে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। পঞ্চায়েত দপ্তরের ওই আধিকারীক বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতেই হবে। কারণ, মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার আগে নির্বাচন না হলে সাংবিধানিক সংকট দেখা দেবে। ফলে, এই জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা কিভাবে করবে রাজ্য সরকার, তা নিয়ে চিন্তিত রাজ্য মন্ত্রিসভা।

ফের ব্রাউন সুগার ও গাঁজা উদ্ধার, ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। নেশায় ছেয়ে গেছে গোটা রাজ্য। পৃথক স্থানে পুলিশ ও বিএসএফ-এর অভিযানে ব্রাউন সুগার ও গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ ৫ জনকে আটকও করেছে।

অমরপুর এসডিপিও উত্তম বনিক জানিয়েছেন, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে করবুক মহকুমার যতনবাড়ীর গর্জনটিলা এলাকায় হারাধন দাসের বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নতুনবাজার থানার ওসি বাপি দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশ হারাধন দাসের ছেলে টুটন দাসকে ব্রাউন সুগার সহ আটক করেছে। সাথে একটি লেপটপ, ২টি মোবাইল, ১৫ বোতল বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসডিপিও বলেন, বাড়িতে একটি গাড়ি ছিল। পুলিশ টিআর০৩জে০৭১৬ নম্বরের গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২০০ ▫ ৩ মে ২০১৯ ইং ▫ ১৯ বৈশাখ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

যুগে যুগে বিভিষণ

যুগে যুগেই বিভিষণদের জয়জয়কার দেখা যাইতেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিভিষণদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দিয়াছেন। মঙ্গলবার ঋষ্যমুখে বিজেপি কার্য্যকর্তাদের নিয়া অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রদেশ সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব স্পষ্ট বলিয়াছেন লোকসভা নির্বাচন হইতে তিনি অনেক কিছু শিখিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন দলের ভিতরেই বিভিষণ রহিয়াছে। তিনি ঠিক করিয়াছেন বিভিষণ নিয়া আর ঘর করিবেন না। তিনি স্পষ্ট জানাইয়া দেন সমস্ত ষড়যন্ত্রের কড়া জবাব দিতে প্রস্তুতি নিয়াছে শাসক দল। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট হইয়াছে দলে থাকিয়া দলের বিরুদ্ধে যাঁহারা ষড়যন্ত্র করিতেছেন তাঁহারা চিহ্নিত হইয়াছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বীজ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী বপন করিয়াছেন বলিয়াও অভিযোগ তুলিয়াছেন বিপ্লব দেব। সম্প্রতি রাহুল বলিয়াছিলেন কেন্দ্রে ক্ষমতা বদল হইতেই ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হইবে।

ষড়যন্ত্র অনেক গভীরে। রাজনীতিতে ষড়যন্ত্র নতুন কোনও বিষয় নয়। এই ষড়যন্ত্রও যুগ যুগান্ত ধরিয়া চলিতেছে। অতীতে যখন গণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র ছিল না। ছিল রাজতন্ত্র তখনও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাসাদ বিপ্লবও হইতে দেখা গিয়াছে। রাজনীতিতে ষড়যন্ত্র ও বিভিষণ কান্ড একেবারে অঙ্গাঅঙ্গি জড়িত। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের কোন কোন বিধায়ক ষড়যন্ত্র বা বিভিষণগিরি করিয়াছেন রাজ্যের মানুষ তাহা জানে। কংগ্রেসে থাকিয়া গোপনে গেরুয়া শিবিরে যুক্ত হইয়া থাকার ঘটনা কে না জানে। সেই ষড়যন্ত্রী তো এখন বিপ্লব মন্ত্রিসভায় যথেষ্ট ক্ষমতাবান মন্ত্রী। ইহা সত্যি যে, বিভিষণদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিহ্নিত করিয়া দল হইতে বিতাড়ণ করিতে না পারিলে সমস্যা আরও বাড়িতে থাকে। ত্রিপুরায় 'ষড়যন্ত্রকারীরা' তেইশে মে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। জনগণেশের রায় দেখিয়া অর্থাৎ ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারার তালে আছেন। ষড়যন্ত্রীরা ভালই জানে যে, কেন্দ্রে মোদির পুনঃ অভিষেকে তাহাদের কপাল পুড়িবে। বিজেপির অন্যতম সহসভাপতি সুবল ভৌমিক দলের বিশ্বাস ভাজন হইতে কি না করিয়াছেন। তিনি আরএসএস প্রশিক্ষণও নিয়াছেন। তাহার পরও তিনি দলের নেতৃত্বের বিশ্বাস অর্জন করিতে পারেন নাই। তিনি প্রদেশ সভাপতির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেই গুঁড়েও বালি। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে প্রার্থী টিকিটও না দেওয়াতে তিনি রাগে ক্ষোভে গেরুয়া দল হইতে পদত্যাগ করিয়া আবার কংগ্রেসে ফিরিয়া আসিয়াছেন লোকসভা আসনে টিকিট পাওয়ার শর্তে। সুবল ভৌমিক রাজ্যে বিভিন্ন পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি গ্রামীন কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি এখন আবার কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন। সোজা কথায় রাজনীতিও বড় ধরনের ব্যবসা। জনসেবার নামাবলী গায়ে জড়াইয়া রাজীনতির ব্যবসা বীরবিক্রমে চালু আছে। সামান্য নীতি আদর্শের ধার না ধারিয়া আরও সুযোগ, আরও অর্থ আরও ক্ষমতার পিছনে ছুটা। এই তো রাজনীতি।

এরাজ্যের কংগ্রেস বিধায়কদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জনমতের তোয়াক্কা না করিয়া রাতারাতি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। জনগণের মতামতের তোয়াক্কা না করিয়া কংগ্রেস বিধায়কদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান এবং পরে রাতারাতি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ঘটনা সংসদীয় আইনের চোখে হয়ত বাধা হইয়া দাঁড়ায় নাই, কিন্তু নীতিগত ও আদর্শগত দিক দিয়া ইহা সঠিক হইয়াছে বলিবার সুযোগ নাই। এক দলের ভোটে জিতিয়া অন্য দলে যোগদান ভোটারদের প্রতি অবমাননার সামিল বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হইবে না। সুতরাং ষড়যন্ত্র যুগে যুগেই চলিয়াছে। আজ জোট রাজত্বে ছোট শরিক আইপিএফটির ভূমিকা কি? ইহাও কি বড় ষড়যন্ত্র নহে? আইজিএমে ডাক্তারকে মারধোরের ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন নিজের এসকর্ট তুলিয়া নিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়াছেন। এই ঘটনাকে খাটো করিয়া দেখিবার কোনও সুযোগ নাই। এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত বোধ হয় প্রাসঙ্গিক যে, ঘন ঘন রেল দূর্ঘটনার কারণে রেলমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেই পথে যাইতে চাহিলেন না।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও বিভিষণদের চিহ্নিত করিয়াই সাবধান বাণী ছাড়িয়াছেন। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তেইশে মে ইতিহাসের পাতায় একটি স্মরণীয় দিন হইয়াই থাকিবে। ভারতবর্ষের সামগ্রিক রাজনীতির অভিমুখ এই দিনটির দিকেই চাহিয়া আছে। রাজনীতিতে ঘোড়া কেনাবেচা নতুন কিছু নয়। এক্ষেত্রে প্রায় সব দলই সিদ্ধহস্ত। কোন দল ঘোড়া কেনাবেচায় ইতিহাস রচনা করিয়াছে দেশবাসী তাহা ভালোই জানেন। ত্রিপুরা সফরে আসিয়া রাহুল গান্ধী সেই হুঙ্কারই রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিষণ সব দলেই আছে। ষড়যন্ত্রও সগৌরবে বিদ্যমান। রাজনীতিতে যখন মূল্যবোধ বিসর্জিত হয় তখনই সুবিধাবাদ মাথাচাড়া দেয়। এই মহান ভারতবর্ষে একটি রাজনৈতিক দল হয়তো খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যে দল আদর্শ নীতির বাহিরে পা রাখে না। ঘোড়া কেনা বেচায় জড়িত হয় না। সুতরাং এই আদর্শহীনতায় ভারতবর্ষের কপালে দুঃখ লিখা হইয়া আছে। এইভাবে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লইতে পারিবে না।

যেদিন মহান এই ভারতে রাজনৈতিক দল পরিশুদ্ধ হইবে সেদিনই নতুন যুগের সৃষ্টি হইবে। এই নতুন যুগের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তো তেমন অগ্রণী ভূমিকা দেখা যাইতেছে না। চারিদিকেই তো বিভিষণ আর বিভিষণ। ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র। লোম বাছিতে না কম্বল উজার হইয়া যায়। কংগ্রেসের যে বিধায়করা প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেস পরে বিজেপি দলে যোগ দিয়াছেন তাহাদের সামনে ন্যুনতম আদর্শ নাই। লক্ষ্য একটাই ক্ষমতায় বসা। মুখ্যমন্ত্রীত্ব বা মন্ত্রীত্ব লাভ করা। এইভাবে স্রেফ ক্ষমতা দখলের নিমিত্ত দলবদল কোনও সুস্থ রাজনীতির জন্ম দিতে পারে না। সুতরাং রাজনীতির পবিত্রতার সামান্যও আর দেখা যায় না। বিভিষণদের দৌরাত্ম তাই বাড়িয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দীর্ঘ ও তিক্ত অভিজ্ঞতায় কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। বিভিষণদের বিরুদ্ধে সার্জিকেল স্ট্রাইক কতখানি করিতে পারিবেন তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

শোরগোল না তুলে ব্যতিক্রমী ভোট কোরিয়ায়

শান্তনু বসু

আমাদের দেশে সপ্তদশ নির্বাচন চলছে। বিভিন্ন ইস্যুতে তরজায় সরগরম এখন এদেশের নির্বাচনী রাজনৈতিক পরিসর। কিন্তু ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক উপদ্বীপ রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তেমন শোরগোল না তুলে। এদেশে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত করার এবং গণতান্ত্রিক আবহ বিঘ্নিত করার অভিযোগ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে এবং যা আসন্ন নির্বাচনের অন্যতম ইস্যু। এমন আবহে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তেরএই 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের বাতাবরণ কেমন তা জানতে উৎসুক হতেই পারে এ পোড়া দেশের জনমানস। সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমে গত ১০ মার্চ উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট কিমের ভোটদানের ছবি অনেকরই নজরে হয়ত এসেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীহীন আজব এ নির্বাচনে সেদেশের একটি দলের একজনই প্রার্থী (কিম) থাকেন, কিন্তু নিয়ম করে ভোট হয় এবং প্রত্যেক নাগরিকের ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, নামে ডেমোক্র্যাটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কোরিয়া হলেও গণতান্ত্রিক আবহই অমিল সেদেশে। প্রশ্নহীন আনুগত্যই সেখানে বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত, আনুগত্যের এবং মোসাহেবিপনার স্বতস্ফূর্ত প্রদর্শন জরুরি দেশবাসীর পক্ষে। আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বের চরম উৎপীড়নকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উত্তর কোরিয়া অন্যতম। ২০১১-য় সাবেক স্বৈরতান্ত্রিক শাসক কিম দং ইলের মৃত্যুর পর ওয়ার্কার্স পার্টি অব কোরিয়ার প্রদান হয়ে কিম বংশের তৃতীয় প্রজন্মের এই কিং জন উনের ক্ষমতায় আরোহন এবং এর পর থেকে দেশের নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রে দমনমূলক আচরণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য এক কমিউনিস্ট দেশেও পরিবারতন্ত্র কীভাবে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেরা সম্ভোগ এবং দেশবাসীকে এক দমবন্ধকর অবস্থায় থাকতে বাধ্য করতে পারে তার উদাহরণ আজকের উত্তর কোরিয়া ক্ষমতাসীন হয়েই কিম নিজের কাকার গলা কেটে খুন করেছিলেন নিজের ক্ষমতার পথ মসৃণ করতে, কারণ এই কাকাই তাঁকে ক্ষমতায় আসীন হতে সাহায্য করেছিলেন আর উপকারীকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। শেনা যায় হত্যা করে মৃতদেহটি কুকুরকে দিয়ে খাইয়ে তিনি সেই উপকারের ঋণ পরিশোধ করেছিলেন।

যা হোক, সেদেশে বাকস্বাধীনতা, সংগঠন করা, সভাসমাবেশ এবং দর্মের অধিকার ইত্যাদি সব ধরনের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারই সরকার দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সঙ্কুচিত। শ্রমিকদের সংগঠন করার কিংবা বিরোধী রাজনীতির পরিসর নেই, নেই স্বাধীন গণমাধ্যম। সিভিল সোসাইটির অস্তিত্ব নিষিদ্ধ। রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী নজরদারির মাধ্যমে রাজনৈতিক মতামতের নিরিখে সেদেশের নাগরিকদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয় 'আনুহত্য' 'দোদুল্যমান' এবং 'বিরোধী' ইত্যাদিতে এবং শিক্ষা, বাসস্থান এবং কর্মসংস্থান প্রভৃতি একান্ত মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রগুলিতেও সুবিধা পেতে গেলেও বিচার্য হয় এই মানদণ্ড। অর্থাৎ পুরোপুরি দলতন্ত্র, আরও সঠিকভাবে বললে ব্যক্তিতন্ত্র। অবস্থা এমন হয়েছে যে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট কিম জং উন এবং শাসক উত্তর কোরিয়া ওয়ার্কার্স পার্টি আজ প্রায় সমার্থক এবং উনের বিরোধিতা করার অর্থ দল-বিরোধিতা। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং আমেরিকার কমিটি ফর হিউম্যান রাইটস ইন নর্থ কোরিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৭ পর্যন্ত উত্তর কোরিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পে রাজনৈতিক অপরাধে প্রায় দু'লক্ষ ব্যক্তির স্থান হয়েছিল এবং আটক রেখে চলেছিল শারীরিক নিগ্রহ, অত্যাচার, বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োজিত করে। এর আগে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত রাষ্ট্রসংঘের এক তদন্ত কমিশনের 'Unspeakable Atrocity' শীষ'ক রিপোর্ট অনুযায়ীও উত্তর কোরিয়ার বাস্তবে নাগরিকদের সব মৌল অধিকার হরণ করা হয়েছে। সরকার বিরোধীদের সরকার নিয়ন্ত্রিত গোপন শিবীরে প্রেরণ করে অত্যাচার হত্যা ধর্ষণ নিয়মিত ব্যাপার। শান্তি ও বীতির আবহে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ। সরকারি প্রচারমূলক পোস্টার চুবি ও প্রেসিডেন্ট কিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ২০১৬-য় পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত ট্যুরিস্ট মার্কিন ছাত্র অটো ওয়ামবিয়ারকে উত্তর কোরিয়ার জেলে 'খুন' করার অভিযোগে আমেরিকার এক ফেডারেল কোর্ট উত্তর কোরিয়াকে ৫০ কোটি ডলারের বেশি জরিমানা করার সংবাদ বছরের শেষে আবার আলোচনার কেন্দ্রে সেদেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন। ওয়ামরিয়ার মৃত্যুর আগে প্রায় সতেরো মাস উত্তর কোরিয়ার জেলে বন্দি ছিলেন। পিয়ংইয়ং যথারীতি অভিযোগ অস্বীকার করেছে। উল্লেখ্য সেদেশে বিদেশি ট্যুরিস্টদের কার্যকলাপ ও গতিবিধির ওপর রাষ্ট্রীয় নজরদারি খুব তীক্ষ্ণ ও কঠোর।

দেশের প্রকৃত অবস্থা যাতে বহির্বিশ্বের অগোচরে থাকে সে ব্যাপারে উত্তর কোরীয় রাষ্ট্রযন্ত্র সতত সতর্ক। পালিয়ে যাওয়া ছাড়া নাগরিকদেরও দেশের বাইরে যাওয়ার বা বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের কোনও সুযোগ নেই। ইন্টারনেট পরিসেবা থেকেও বঞ্চিত সাধারণ নাগরিকরা। অতএব বাইরের জগতের খবর আর পৌঁছয় না সেদেশের মানুষের কাছে। তুব একটু বাল থাকা, সুবিধার আশায় একটু দৈনন্দিন জীবনের স্বাধীনতার অভীপ্সায় সতর্ক সেনার নজর এড়িয়ে কোনওক্রমে পায়ে হেঁটে সীমান্ত অতিক্রম করা গড়ে বছরে প্রায় ১৩ হাজার জনের আশ্রয় জোটে চিন বা দক্ষিণ কোরিয়ায়। ইয়োনমি পার্ক এমনই একজন উত্তর কোরিয়ায় জাত এক মানবাধিকার কর্মী, মাত্র তের বছর বয়সে যিনি পরিবারের সঙ্গে দেশ তেকে পালিয়ে চিনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, পরে মঙ্গোলিয়ায় তাঁর সাম্প্রতিক এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দেশের এক ভয়াহব চিত্র উন্মুক্ত করেছে বিশ্বের সম্মুখে, সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের মর্মন্তুদ কাহিনী।

ট্র্যাম্পের আমেরিকার সঙ্গে বর্তমান বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দুর্গ রক্ষার অন্যতম,সেনানী (!), কমিউনিস্ট রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি কিম জং উনের বেপরোয়া বাকযুদ্ধে ক্ষণিক আমোদিত হলেও তাঁর গুণাবালির ও আগেকার কীর্তি অর্থাৎ ক্ষমতায় আসীন থাকা মসৃণ করার জন্য শীতল মস্তিষ্কে নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা বিশ্ববাসীর একেবারে অজানা নয়। একই সঙ্গে ক্ষমতালোভী এবং ক্ষমতার ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। নিজের ক্ষমতায় পথ নিষ্কন্টক করতে নৃশংসতায় তাঁর জুড়ি হওয়ত মিলবে না।

উত্তর কোরিয়ার ২০১৭-য় পরপর পারমাণবিক পরীক্ষা ও মিসলাইল ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ পরবর্তী উদ্ভূত উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে গত জুনে সিঙ্গাপুরে ট্রাম্প কিম উনের বৈঠকে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে উত্তর কোরিয়া সম্মত হওয়ায় আশা জেগেছিল। কিন্তু বৈঠকে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণে প্রতিশ্রুতি ও সম্মত হলেও ইতিমধ্যে আবার পারমাণবিক শক্তি চালিত ক্ষেপণাস্ত্রে ঘাঁটিগুলির নতুন সম্প্রসাগরণ করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিম উনের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী সহ তিন উত্তর কোরীয়া শীর্ষ আধিকারিকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষুব্ধ পিয়ংইয়ং এর পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল নিরস্ত্রীকরণের পথ পরিত্যাগ করে পুনরায় অস্ত্রে প্রতিযোগিতার পথ অবলম্বনের। এর পরেও অবশও গোটা বিশ্বে অধীন আগ্রহে তাকিয়ে ছিল ট্রাম্প কিম পূর্বনির্ধারিত দ্বিতীয় বৈঠকের দিকে যা শেষ পর্যন্ত গত ফেব্রুয়ারির শেষে ভিয়েতনামের হ্যানয়ে খোশমেজাজে আরম্ভ হলেও (দুই রাষ্ট্রপ্রধানের একান্ত নৈশবোজে চিত্র সাংবাদিকদের প্রতি ট্রাম্পের নির্দেশ---'ছবিটা এমন তুলুন যাতে আমাদের ভাল দেখায়') ভেস্তে গেল মাঝপথেই পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের জন্য উত্তর কোরিয়ার পূর্বশর্ত আমেরিকার পক্ষে মানা একেবারেই সম্ভব নয় বলে যদিও ট্রাম্পও একটু সমঝে চলেন বেপরেয়া বেয়াড়া এই কিমকে। শেষ খবরে জানা গেছে গত ১৫ মার্চ উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে ও জানানো হয়েছে আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আলোচনা তারা আপাতত স্থগিত রাখছে। তবে দেখা গেছে পিয়াংইয়ং এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহল যতই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক না কেন, ফল হয়েছে বিপরীত দেশের সেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার জেদ এবং প্রচেষ্টা তত জোরদার হয়েছে। অনেকর মতে নিজের দেশে নাগরিকদের মৌল অধিকার হরণ করে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের স্টিম রোলার চালিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আর্ন্তর্জাতিক স্তরে বহুনিন্দিত এবং বিঞ্চিত একঘরে স্বৈরাচারী কিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন সহ অন্যান্য দেশ এমনকী দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গেও বৈঠক করে এক আপাত সখ্যের বার্তা দিতে চাইছেন যা আসলে নিজের দেশের জনসাধারণের প্রতি কৃত অপকর্ম থেকে নজর ঘোরাতেই। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে ইনের গত বছর মে মাসে বৈঠক অননুমেয় (আনপ্রেডিক্টেবল) কিম তাঁর আপাত ভদ্র পরিশীলিত শান্ত সৌজন্য ব্যবহারের মুখোশে মুন এবং তার দেশবাসীর সামনে নিজের ভালোমানুষি ভাবমূর্তি উপস্থাপন করে একরকম হকচকিয়ে দিয়েছিলেন। কাকতালীয়ভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার এক প্যাশন ও প্রশাধনী প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের তৈরি ফেসিয়াল মাস্কের মডেল হিসেবে কিম জং উনের ছবি ব্যবহার করেছে। ওই ছবিতে উনকে ওই মাস্ক বা প্রলেপে হাসতে দেখা যাচ্ছে। এনিয়ে অবশ্য ওই প্রতিষ্ঠানকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। অন্যদিকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে প্রধান হলেও কেবলমাত্র তাঁর বিলাস ব্যসনের (যা হয়ত বর্তমান বিশ্বে বিরল) বিবরণ শুনলে বিস্ময়ের বাঁধ থাকে না। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে প্রধানদেরও এমন বৈভব বিলাসিতার সংবাদ জানা নেই। শোনা যায় তাঁর বিলাসবহুল বাড়ি আছে সতেরোটা—এছাড়া একটি দ্বীপের মালিক তিনি। বছরে ৩০ মিলিয়ন ডলারের মদ আমদানি করতে হয় তাঁর নিজের এবং তাঁর অভ্যাসগতদের জন্য। আর খাওয়ার বিলোসিত---তাঁর জন্য এক একটি খাবার আসে এক একটি দেশে (যেমন ডেনমার্ক, ইরান, চিন ও জাপান) থেকে। বিশ্বের ফরাসি সিগারেট তাঁর জন্য বিশেষভাবে আমদানি করতে হয় কারণ অন্য সিগারেটে তাঁর সুখটান হয় না। আট মিলিয়ন ডলারের বিশেষ বিলাসবহুল 'ইয়ট' ব্যবহৃত হয় সমুদ্রে তাঁর প্রমোদভ্রমণের জন্য। তাঁর অবসর নিবনোদনের জন্য ৩৫ মিলিয়ন ডলার অর্থে এবং দরিদ্র শিশু শ্রমিকরে শ্রমে (বাধ্যতামূলক) তৈরি হয়েছে ক্রিয়া স্কি রিসর্ট। সরকারি অর্থে তিনি নিজের স্ত্রীকে বিভিন্ন মূল্যবান উপহার দিয়ে থাকেন। শ্রীমতি প্রেসিডেন্টের একটি হাতব্যাগের মূল্য ১৪৫০ ডলার। এমন কিমের ব্যক্তিগত সংগ্রহে মোট ঘড়ির মূল্য ৮.২ মিলিয়ন ডলার—আর উত্তর কোরিয়ার একজন সাধারণ নাগরিকের বার্ষিক গড় আয় ১৮০০ ডলার। সরকারি র‍্যাশনের উপর নির্ভরশীল অধিকাংশ জনসাধারণের প্রতি ব্যক্তির দৈনিক বরাদ্দ মাত্র ২৫০ গ্রাম শস্য —মাছ বা প্রোটিন দূরঅস্ত। সেকানে উন্নয়নের তুলনায় সামরিক খাতে ব্যয় অধিকাংশ খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা ভারীশিল্পে অগ্রাধিকার আধুনিক প্রাণনাশক অস্ত্র নির্মাণের লক্ষে, কারণ সেদেশে (Songun) অর্থাৎ military first politics বর্তমানে। প্রকৃতিপক্ষে 'জুচে' Juche অর্থাৎ উগ্র জাতিগত অস্মিতার ভিত্তিতে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার লক্ষে সামরিক ও আর্থিক স্বনির্ভরশীলতা এবং 'সাঙ্গন' Songun অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর একমাত্র অগ্রাধিকার---এ যাবৎ অনুসৃত এই দ্বিরিধ নীতিই উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রদর্শন। দেশের সকল রাজনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের চাবিকাঠি সেনাবাহিনীর হাতে এবং সেনাবাহিনীর বূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে কিম বংশের শাসনকালে।

চরম রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার লৌহযবনিকার কারণে সঠিক খুঁটিনাটি আর্থিক তথ্য অমিল হলেও জানা গেছে সেদেশের ডিজিপি বৃদ্ধির হার মাত্র ৩.৫ শতাংশ। আবার এই জিডিপি'র ২৫ শতাংশই ব্যয় হয় সামরিক খাতে---মারণদায়ী আধুনিক অস্ত্র অর্জনের প্রতিযোগিতায়। বলা বাহুল্য, পরমাণু প্রকল্প এবং যুদ্ধস্ত্র নির্মাণ খাতে বিশাল ব্যয়ের অঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে কিমের বিলাসব্যসনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় হয় তার সিংহভাগেই আসে রাষ্ট্রিক নিষ্পেষণে পীড়িত সাধারণ শ্রেণির করে পয়সায় যা উত্তর কোরিয়োর মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে নিতান্তই বেমানান।

কিন্তু হয়ত একনায়কত্বের (সর্বহারার?) এও এক রূপ। স্বপ্নরাঙ্গি কল্পনার বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূঢ় বাস্তবতার অনেক কাহিনী সম্বন্ধে বিশ্বাসী ইতিমধ্যেই অবগত, বিশ্ববাসীর ইতিমধ্যেই এ অভিজ্ঞতাও রয়েছে যে দুটি কমিউনিস্ট দেশও জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে---মুখোশের অন্তরালে তাদেরও সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতা থাকে। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করতে এমন রাষ্ট্রেও চলে---দমন, সামাজিক, হেনস্থা, বাধ্যতামূলক শ্রমসিবিরে নির্বাসন, গারদে নিক্ষেপণ এমনকী কোথাও আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর চলতে পারে ট্যাঙ্ক। উত্তর কোরিয়া অধ্যায়কে সেই ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকার বলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক স্বাভাবিক প্রচেষ্টা। কিনা এবং কিবাবে, কোনও এক ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তা প্রকাশ পাবে। তবে এহেন ব্যক্তিকে আদর্শ কমিউনিস্ট ঘণ্য করে আমাদের দেশের এক বড় সরকারি বামপন্থী দলের দক্ষিণী রাজ্য নেতৃত্ব দলীয় ব্যানারে থাঁর ছবিকে স্থান দিয়েছিলেন আর ওই রাজ্যের বর্ষীয়ান বাম মুখ্যমন্ত্রী পোস্টার বয় কিমের প্রশংসায় সদা পঞ্চমুখ। জানিনা, এসব তাজ্জাব ব্যাপার দেখালে মহামতি মার্কসকে আর একবার বলতে হত কিনা—'থ্যাঙ্ক গড, আই অ্যাম নট অ্যা মার্ক্সিস্ট।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

যশবন্ত সিনহার আশীর্বাদ তাঁর সঙ্গে রয়েছে, দাবি ছেলে জয়ন্তর

হাজারিবাগ, ২ মে (হি.স.) : মহাজোট কোনও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারবে না। বৃহস্পতিবার এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী জয়ন্ত সিনহা। পাশাপাশি তিনি দাবি করেছেন তাঁর বাবা যশবন্ত সিনহার আশীর্বাদ তাঁর সঙ্গে রয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন জয়ন্ত সিনহা। তাঁর বিরুদ্ধে মহাজোটের প্রার্থী হয়েছেন কংগ্রেসের গোপাল সাহু।

জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে জয়ন্ত সিনহা বলেন, বাবার (যশবন্ত সিনহা) আশীর্বাদ আমার সঙ্গে রয়েছে। আমি নিজে বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী। প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন আমার প্রতি রয়েছে। পাশাপাশি দলীয় সংগঠনও তাঁর পাশে রয়েছে বলে দাবি করেছেন জয়ন্ত সিনহা। মহাজোটকে কটাক্ষ করে জয়ন্ত সিনহা বলেন, মহাজোটের কোনও শক্তি নেই। বিজেপির এই প্রার্থীর কাছে কৃষক, যুব সম্প্রদায়, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষ, আদিবাসী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উন্নয়ন যে প্রধান লক্ষ্য তা স্পষ্ট করে দেন তিনি।

জয়ন্ত সিনহা দাবি করেছেন, ঝাড়খণ্ডের জনগণ বিজেপিকেই সমর্থন করবে। রাজ্যের ১৪টি লোকসভা আসনেই জয়লাভ করবে বিজেপি প্রার্থীরা। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ, যুব সম্প্রদায়ের জন্য চাকরি, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্বচ্ছতার ইস্যুগুলি হাতিয়ার করে লড়বে বিজেপি বলে জানিয়েছেন তিনি।

৬ মে নির্বাচন হবে হাজারিবাগ লোকসভা কেন্দ্রে। জয়ন্ত সিনহার বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছে মহাজোট প্রার্থী কংগ্রেসের গোপাল সাহু এবং সিপিআই প্রার্থী ভুবনেশ্বর কুমার মেহেতা। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই আসনেই জিতেছিলেন জয়ন্ত সিনহা।

ভাষার কারসাজিতে সব কিছুর বংশদণ্ড প্রাপ্তি হতে পারে

স্বপন চক্রবর্তী

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে এক মহান ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যবিদ ছিলেন লেও স্পিৎজার। নাৎসিদের উত্থানের পর তিনি জার্মানি ছেড়ে ইস্তানবুল চলে আসেন, এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থিতু হন। বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে তিনি আধুনিক ইউরোপের ভাষা-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে আসছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর বছর সাতের আগে, ১৯৫৩ সালে, জর্জ বোয়াসের সম্পাদিত ইংরেজি তর্জমায় তাঁর একটি বই বেশ জনপ্রিয় হয়। বইটি গভীর হলেও তার প্রতিপাদ্যটি সরল। বিজ্ঞানই বলুন, দর্শন বলুন, কি সাহিত্য---এ সমস্ত মননচর্চার বুনিয়াদ হল ভাষা।

স্পিৎজার বাঘা বাঘা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছিলেন—মারবার্গ, দোলন, জন্‌স হপকিন্স। আমি কিন্তু এই তত্ত্ব কাটোয়ায় বসে উপলব্ধি করেছিলাম। ১৯৭৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। বিজলি-পাখাহীন এবং প্রায়শই বিদ্যুৎহীন এক মেসে কর্মসূত্রে ঠাঁই হয়। একতলার ঘরে দমবন্ধ হয়ে আসতে, সন্ধেবেলা গিয়ে বসতাম অন্ধকার ন্যাড়া ছাদে। টঙের কামরার এক মেধাবী সহকর্মী আর এক সহকর্মীর আট ন'বছরের বাগনেকে অঙ্ক শেখাচ্ছেন শুনতে পেতাম। ওই সেই বাঁশ বেয়ে বাঁদরের ওঠা-নামার অঙ্ক। 'একটি বংশদণ্ড বাহিয়া একটি বানর ভূমি হইতে ৩ ফুট উঠিয়া আড়াই ফুট নামিয়া আসিলপ। পুনরায় ৪ ফুট উঠিয়া আড়াই ফুট নামিল।' এরকম কিছুক্ষণ অহেতুক বাঁদরামি শেষে 'ভুমি হইতে' বাঁদর কত উঁচুতে লটকে রইল, এই ছিল প্রশ্ন। সরল যোগ-বিয়োগের আঁকটি নিয়ে বাচ্চাটি গলগঘর্ম হচ্ছে দেখে তার মাস্টারের খটকা লাগল। শত হোক, বর্ধমানের চালে পুষ্ট ব্রেন। 'হ্যাঁ রে, বংশগণ্ড মানে জানিস তো?' এবার বন্ধু-বাগিনেয়র ঝটতি জবাব, 'ত আর জানি না, মামা? বংশ মানে তো ছেলেপিলে'।

যাঁরাই জীবনে কোনও একসময়ে অস্থিরমতি ছেলেপিলেদের ভাষা শেখানোর চেষ্টা করছেন, বা যে কোনও বি,য় পড়ানোর চেষ্টা করেছেন, তাঁরাই স্পিৎজারকে ভুয়োদর্শী বিদ্বান বলে মেনে নেবেন। গণিত বাদ দিন, ভাবার লেঙ্গিতে যে কোনও শাখার বিজ্ঞানের শিক্ষককে কুপোকাত হতে দেখেছি, আমাদের বাড়ির দোতালায় এক হেডমিসট্রেস থাকতেন, আমরা ডাকতাম 'বড়দি' বলে। একদিন পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে বললেন, 'দ্যাখ কী লিখসে! মালভূমি কারে কয়? কয় কিনা, যে ভূমিতে মাল থোয়'। বলতে দ্বিধা নেই, ওই বয়সে 'মালভূমি' কাকে বলে আমি জানতাম না। কেউ যদি ডেকে বলতে, 'মালকোষ' মানে গুদাম, আমি বিনা বাক্যে মেনে নিতাম। এখন বুঝি কেবল গণিত নয়। ভাষার কারসাজিতে ভূগোল-ভূতত্ত্ব দর্শন-কাব্য সব কিছুরই বংশদণ্ড প্রাপ্তি ঘটতে পারে, ঠিক যেমনটি স্পিৎজার সায়ের বলেছিলেন।

গণিত আর ভুগোল না হয় হল, কিন্তু দর্শন আর কাব্য? কাব্যের ভাষা হেতুবিদ্যার শব্দপ্রয়োগের সহবত মানে না, তাতে বেজায় চটেছিলেন দার্শনিক জন লক। কবিরা তাঁর মতে ছিলেন ষোলোআনা ফেরেববাজ (lePerfect cheats) কিন্তু ভাষার ছলনা না -বুঝলে প্রতিভাস ও স্বরূপ আলাদা কী করে করবেন দার্শনিক? ভাষার আলংকারিক মাত্রা যে অস্তি আর নাস্তির মধ্যেকার ফটক, এ নিয়ে মাইনং থেকে রাসেল পর্যন্ত কত যে বিতণ্ডা! হ্যামলেট আর হোমসের অস্তিত্ব আছে না নেই? এই নামগুলে াকি ছল-বিবরণ না তত্ত্ববিদ্যায় তাদের কোনও ঠাঁই আছে?

কীসব কূট জটিল প্রশ্ন! কিন্তু আমাদের অতসব সংশয় ছিল না ইশকুলে। আমার বন্ধু শংকর ইশকুলে জনৈক ননীর সত্তা নিয়ে অজান্তে এক কঠিন প্রশ্নের জন্ম দিয়েচিল। পরীক্ষায় 'ননীর পুতুল' নিয়ে বাক্য রচনা করতে বলায় শংকর লেখে 'ননীর পুতুল ভাঙিয়া যাওয়ায় বেচারা ননী বড়ই কাঁদিতেছে'। এ তো গেল নামের দার্শনিক কূটাভাস। আমার এক এক সহপাঠী আরও চমকপ্রদ এক নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যার গোড়ার কথা ধরে ফেলেছিল ইশকুলেই। বাংলার স্যার রচনা লিখতে দিয়েছিলেন। বিষয় 'ফুলের বাগান ও ফসলের খেত'। অনেকটা ইউলিয়ম মরিসের (Useful work versus useless toil) জাতীয় প্রসঙ্গ, বা রবীন্দ্রনাতের 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে চর্চিত শিল্পের ব্যবহারিক উপযোগিতা বনাম সৌন্দর্যের স্বরাট অস্তিত্বের প্রশ্ন। বেচারা প্রবীর ক্লাসঘরের পিছনের সারি থেকে বোর্ডে স্যারের লেখা ঠিক পড়তে পারেনি, 'ফ' আর 'ক' গুলিয়ে ফেলে সে 'কুলের বাগানও ফসলের খেত' নিয় এক জম্পেশ রচনা লিখে ফেলল। নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে এমন অদ্বিতীয় অবদান আমি আর পড়িনি! 'কুল গাছে ফলে। কুল গাছ কাঁটা থাকে। কুল পাড়তে গেলে কাঁটা ফুটে যেতে পারে। তাই কুল গাছ দিয়ে খেত হয় না। কুল খেতে ভাল, কিন্তু খেত না থাকায় তাকে ফসল বলা যায় না। কুলের ফলন কম। গাঁজা খেতে ভাল না। কিন্তু গাঁজা হচ্ছে খেতের ফসল। তাই গাঁজা বেশি পরিমাণে যখন-তখন পাওয়া যায়।'। দার্শনিক গিলবার্ট রাইল ১৯৪৯ সালে যখন তাঁর (The Concept of Mind) বইতে (Category error) নামক লজিকেল প্রমাদ আলোচনা করেন, তখনও প্রবীর জন্মায়নি। ওর এই অসামান্য রচনা যে রাইলের যুক্তির কক্ষপথ বদলে দিত না, এমন কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলার কোনও কারণ দেখি না।

সাংখ্য-মীমাংসায় প্রমাণের ভিত্তি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কী পার্থক্য করা হয়েছে, তা বুঝতে কুশান সম্রাট কণিস্ক সম্পর্কে সেই অতি বিখ্যাত ছাত্ররচিত উত্তরই যথেষ্ট। কুশান সাম্রাজ্য বৃদ্ধির কণিষ্কের অবদান, রাজ্যচালনায় তাঁর দক্ষতা, ধর্মপ্রচারে তাঁর আগ্রহ—এসবের উল্লেখের পর চাত্র লেখে, 'মুণ্ড না থাকিতেও তিনি এত কিছু করিয়াছিলেন। মুণ্ড থাকিলে তিনি না জানি আরও কী করিতেন।' আমার জ্যাঠতুতো দাদার এক সহপাঠী আরও বৈপ্লবিক এক ইতিহাসের সন্ধান দিয়েছিলেন কিনা জানা নেই, তবে পাঠ্যবইয়ে মোগল সম্রাটদের ছবি আলবাত দেখেছিলেন। কোন এক মোগল সম্রাটের চরিত্রচিত্রণের ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'মোগল সম্রাটদের চরিত্রছিল নানারকম। তাঁহাদের চরিত্র হামেশাই মন্দ হইত। তবে এক বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে ছিল। তাঁহারা সকলেই পাগড়ি মাথায় পাশ ফিরিয়ে হাতে ফুল ধরিয়া তাহার গন্ধ শুঁকিতেন।' **চলবে**

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

বৃহস্পতিবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন। ছবি- নিজস্ব।

‘ফণি’ মোকাবিলায় দৃশ্যমান প্রস্তুতি না নেয়ায় সরকারের সমালোচনা

নেতাকর্মীদের উপকূলের জনগণের পাশে দাঁড়াতে বললো বিএনপি

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০২।। ঘূর্ণিঝড় ‘ফণি’ মোকাবিলায় উপকূলীয় এলাকার জনগণের পাশে দাঁড়াতে বিএনপি তাদের সর্বস্তরের নেতাকর্মীকে আগাম প্রস্তুত থাকার আহবান জানিয়েছে।আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় ‘ফণি’। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, আমরা ফণির ন্যায় একটি বড় দুর্যোগ মোকাবিলায় উপকূলীয় এলাকাসহ বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীকে আগাম প্রস্তুত থাকার আহবান জানাচ্ছি। তারা যেন সকলেই উদ্ধারকর্মীর মতো প্রস্তুত থাকে।

ঝড় আঘাত হানার পূর্বেই উপকূলীয় অসহায় মানুষকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য দলের নেতাকর্মীদের আহবান জানান তিনি।তারা নিজেদের নিরাপত্তাসহ অন্যদের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট থাকবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।এসময় উপকূলীয় এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীসহ উদ্ধারকর্মীদের প্রস্তুত থাকার জন্য দলের পক্ষ থেকে আহবান জানান রিজভী।

তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এক প্রলয়ঙ্কারী দুর্যোগের আলামত সুস্পষ্ট হলেও সরকার তা মোকাবিলা করতে কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি।উদ্ধারকর্মী, উদ্ধারযান, খাবার, পানি এসবের কোনো প্রস্তুতিই দেখা যাচ্ছে না। যেকোনো বড় দুর্যোগ-দুর্বিপাক মোকাবিলায় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল আছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। উনি মিটিং না করেই বিদেশ চলে গেলেন। উপকূলীয় জেলা পর্যায়ে জরুরি সভা নেই, অভিযোগ করেন তিনি।

বিএনপি নেতা বলেন, কোনো আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা নেই। তিন বাহিনী, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সমূহ, গোয়েন্দা সংস্থা, কোস্টগার্ড, আনসারদের নিয়ে কোনো সভা করা হয়নি। উদ্ধার কাজে কোনো প্রস্তুতিই গ্রহণ করা হয়নি।

টেকসই উন্নয়নে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে হবে ঃ ড. গওহর রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ০২।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড়গওহর রিজভী বলেছেন, টেকসই উন্নয়নে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা একান্ত অপরিহার্য। পৃথিবীর যেসব দেশ উন্নয়ন করেছে সেখানে নারী-পুরুষের বৈষম্য নেই বললেই চলে।

এসডিজির অগ্রগতি চাইলে নারীদের অগ্রগতির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমাজ থেকে নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। যতক্ষণ তা না পারছি, আমরা সভ্য হতে পারবো না।

গওহর রিজভী আজ যশোর জিলা স্কুল অডিটোরিয়ামে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি, দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। যশোরের জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন এলজিইডি প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য ও যশোর-৬ আসনের সংসদ সদস্য ইসমত আরা সাদেক।

গওহর রিজভী বলেন, টেকসই উন্নয়ন করতে হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সবাইকে নিয়ে এগুতে হবে। সমাজ থেকে যদি দূর্নীতি উৎপাটন সম্ভব না হয়, সহিংসতা রোধ করা না যায়, তবে আমাদের টেকসই উন্নয়নে বাঁধাগ্রস্ত হবে।

অনুষ্ঠানে সড়ক দূর্ঘটনায় আহত ও নিহত পরিবারের মাঝে সাড়ে ৫লোখ টাকার চেক, দুস্থ বুনো সম্প্রদায়ের ১১টি পরিবারসহ ১২টি পরিবারকে জমির দলিল প্রদান করা হয়।

মির্জা ফখরুলের শপথ না নেওয়া বিএনপির অপকৌশল ঃ মাহবুব উল আলম হানিফ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ০২।। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ না করা দলটির রাজনৈতিক কৌশল নয়, রাজনৈতিক অপকৌশল বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ। তিনি বলেছেন, বিএনপির ছয়জন নির্বাচিত সংসদ সদস্যের মধ্যে পাঁচজন শপথ নিলেন, আর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শপথ নিলেন ন। এটা বিএনপির রাজনৈতিক কৌশল নয়, এটা রাজনৈতিক অপকৌশল। বুধবার (০১ মে) বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহান মে দিবস উপলক্ষে জাতীয় শ্রমিক লীগ আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হানিফ এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বিএনপি এখন রাজনীতির অপকৌশল করে নিজেদের দলে ভাঙনের জন্য অপেক্ষা করছে। বিএনপি জনগণের পক্ষে না, জনগণ ছাড়া চলতে চায়। রাজনীতিতে জনগণ ছাড়া পথ চলা যায় না। তবুও বিএনপি জনগণকে বাদ দিয়ে শুধু অপকৌশল বেছে নেয়। এই বিএনপির রাজনীতি হলো অশুভ রাজনীতি।

দেশের চলমান উন্নয়নের ধারার গতি রোধ করতে একটি মহল তৎপর বলে অভিযোগ করে হানিফ বলেন, দেশের উন্নয়নের ধারা রোধ করতে একটি মহল এখনও তৎপর। আমাদের সরকার শ্রমিকদের উন্নয়নে সব ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিকদের উন্নয়ন হলে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। দেশ উন্নত হলে শ্রমিকের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই কাজটিই করছেন। জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি শুক্কুর মাহমুদের সভাপতিত্বে এ সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলামসহ কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগর নেতারা। এর আগে মে দিবসের সমাবেশ উপলক্ষে শ্রমিক লীগের বিভিন্ন ইউনিটের শত শত নেতাকর্মী মিছিল নিয়ে এসে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে সমবেত হন।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে বৈঠক আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ০২।। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের (জেডাব্লিউজি) চতুর্থ বৈঠক আজ শুক্রবার (৩ মে) নেপিদোয় অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে দু’দেশের মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হবে।বৃহস্পতিবার (২ মে) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সূত্র জানায়, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে গঠিত জেডাব্লিউজির চতুর্থ বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ঢাকা ত্যাগ করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দ্বিপক্ষীয় সচিব (এশিয়া-প্যাসিফিক অনুবিভাগ) মাহবুবুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। অপরদিকে দেশটির পররাষ্ট্র সচিব (পার্মানেন্ট সেক্রেটারি) মিন্ট থো মিয়ানমারের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন।

দু’দেশের পক্ষ থেকে আলোচনার মাধ্যমে গতবছর ১৫ নভেম্বর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের তারিখ চূড়ান্ত করা হয়েছিল। তবে উভয়পক্ষ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করলেও শেষ পর্যন্ত কোনো রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে পাঠানো সম্ভব হয়নি। সে সময় থেকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া থেমে আছে।

মিয়ানমারের নেপিদোয় আজকের বৈঠকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে পুনরায় আলোচনা শুরু হবে। কীভাবে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো যায়, সেটা নিয়ে উভয়পক্ষ আলোচনা করবে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে দু’দেশের মধ্যে গঠিত জেডাব্লউজির প্রথম বৈঠক মিয়ানমারে গতবছর ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর পরবর্তী দু’টি বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এবার চতুর্থ বৈঠক মিয়ানমারের নেপিদোয় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

হিমাচলের মান্ডীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই জীপ, মৃত্যু পাঁচজন যাত্রীর

শিমলা, ২ মে (হি.স.): সাত সকালে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনাঊ হিমাচল প্রদেশের মান্ডী জেলায় পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি জীপঊ বৃহস্পতিবার সকালের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ‘অভিশপ্ত’ ওই জীপের আরোহী পাঁচজন যাত্রী।

এছাড়াও আরও ছ’জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেনঊ বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মান্ডী জেলার পাধার এলাকায়। পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে বালপোরা গ্রাম থেকে পাধার অভিমুখে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই একটি জীপঊ ফাগনি গ্রাম সংলগ্ন যোগনি মাতা মন্দিরের কাছে পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ২৫০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই ওই জীপটি। দুর্ঘটনার পরই বিকট শব্দ শুনে দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয় বাসিন্দারাঊ স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় খবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী থানায়ঊ পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় শুরু হয় উদ্ধারকাজঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় চালক-সহ ১০ জনকে উদ্ধার করে প্রথমে পাধার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।

চালক-সহ বাকি পাঁচজনের চিকিতা চলছে মান্ডীর রিজিওনাল হাসপাতালেঊ পদস্থ ওই পুলিশ কর্তা আরও জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত জীপটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছেঊ পাঁচজনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়েছেঊ তবে, পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছেঊ কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল জীপটি, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল, ফিগুড়ে রাম (৬০), রূপ লাল (৪৮), জেঠি দেবী (৪৫), শক্তি দেবী (৪৫) এবং শিবানী (১৪)ঊ এছাড়াও আহত হয়েছেন অনিতা, উর্মিলা, সোনি দেবী, মোহনা সিং, কুশল এবং পবন কুমার (চালক)ঊ মান্ডীর পুলিশ সুপার গুরুদেব চন্দ শর্মা জানিয়েছেন, ‘কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নকশাল উপদ্রব : ছত্তিশগড়ে দু’জন গ্রামবাসীকে হত্যা করল মাওবাদীরা, গয়ায় পুড়িয়ে দেওয়া হল ক্রেন

রায়পুর ও গড়চিরৌলি, ২ মে (হি.স.): ফের মাওবাদী হামলাঊ ছত্তিশগড় সংলগ্ন, মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি জেলার পর এবার ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত সুকমা জেলাঊ বুধবার রাতে সুকমা জেলার কিস্তারাম এলাকায় দু’জন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করল মাওবাদীরাঊ এখানেই শেষ নয়, বিহারের গয়া জেলায় রাস্তা নির্মাণ কাজে যুক্ত দু’টি জেসিবি ক্রেন পুড়িয়ে দিয়েছে মাওবাদীরাঊ গয়া জেলার বরাচট্টি এলাকার ঘটনাঊ সবমিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় দেশের তিনটি রাজ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল মাওবাদীরাঊ

ছত্তিশগড় পুলিশের পদস্থ এক কর্তা জানিয়েছেন, বুধবার রাতে সুকমা জেলার কিস্তারাম এলাকায় নিরীহ দু’জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে মাওবাদীরাঊ পুলিশের মদতদাতা সন্দেহেই হত্যা করা হয়েছে দু’জন গ্রামবাসীকেঊ নিহত গ্রামবাসীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিঊ অন্যদিকে, বুধবার রাতে অথবা বৃহস্পতিবার ভোররাতে বিহারের গয়া জেলায় হামলা চালায় মাওবাদীরাঊ গয়া জেলার বরাচট্টি এলাকায় রাস্তা নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত দু’টি ক্রেন জ্বালিয়ে দেয় মাওবাদীদের একটি দলঊ এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

১ মে, বুধবার ছিল মহারাষ্ট্র দিবসঊ মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দিবসে গড়চিরৌলিতে মাওবাদীদের পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন নিরাপত্তা বাহিনীর ১৫ জন জওয়ান-সহ ১৬ জনঊ বুধবার দুপুর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ আইইডি বিস্ফোরণে উড়ে যায় পুলিশের একটি গাড়িঊ শক্তিশালী বিস্ফোরণে গাড়িটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ঊ চালক ছাড়াও ওই প্রাণ হারান সি-৬০ কুইক রেসপন্স টিম-এর ১৫ জন সদস্যঊ মাওবাদী পর থেকেই কুরখেড়া জঙ্গল ও সংলগ্ন এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীঊ বৃহস্পতিবার সকালে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণস্থলে যান ডিজিপি, আইজি, এসপি গড়চিরৌলি, কালেক্টর গড়চিরৌলি এবং অ্যান্টি-নকশাল অপারেশন-এর পদস্থ অফিসাররাঊ এদিনই বিস্ফোরণস্থলে যাওয়ার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হংসরাজ আহির-এর।

অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ গুজরাটে ফের ধৃত পাকিস্তানি নাগরিক

ভূজ (গুজরাট), ২ মে (হি.স.): অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের অপরাধে গুজরাটের কচ্ছ জেলায় একজন পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেফতার করলেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র জওয়ানরাঊ ধৃত পাক নাগরিকের নাম হল, মহম্মদ শানঊ তার বাড়ি পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশেঊ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ওই পাক নাগরিকের বয়স ৩৫-৪০ বছরের মধ্যেঊ বৃহস্পতিবার পাক ভূখণ্ড পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করার সময়, গুজরাটের কচ্ছ জেলায় আন্তর্জাতিক সীমানার কাছেই ওই পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়ঊ অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করার দায়ে আপাতত ওই পাক নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার গুজরাটের কচ্ছ জেলায় আন্তর্জাতিক সীমানার কাছে টহল দেওয়ার সময় গ্রেফতার করা ওই পাকিস্তানি নাগরিককেঊ ওই পাক নাগরিকের বয়স আনুমানিক ৩৫-৪০ বছরঊ ধৃতের কাছ থেকে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নিঊ আপাতত ওই পাক নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছেঊ বিএসএফ-এর ডিআইজি জি এস মালিক জানিয়েছেন, ‘নিয়ন্ত্রণরেখার কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করার সময়, ১১২৩ নম্বর স্তম্ভের কাছে গ্রেফতার করা হয় ওই পাক নাগরিককেঊ’ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মহম্মদ শান নামে ওই পাক নাগরিককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছেঊ উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই গুজরাটের কচ্ছ জেলার ‘জয়রাজ’ বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি) সংলগ্ন ভারত-পাক আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে গ্রেফতার করা হয় টি মেঘওয়াল নামে একজন পাকিস্তানি যুবককে।

ক্ষতিগ্রস্ত ঐতিহাসিক চারমিনার সৌধের একটি স্তম্ভ, হতাহতের কোনও খবর নেই

হায়দরাবাদ, ২ মে (হি.স.): অকস্মাতভেঙে পড়ল হায়দরাবাদের প্রায় চারশো বছরের পুরনো ঐতিহাসিক চারমিনার সৌধের একটি স্তম্ভঊ বুধবার রাতে আচমকাই ভেঙে পড়ে ঐতিহাসিক চারমিনার সৌধের একটি স্তম্ভঊ সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, ঐতিহাসিক স্তম্ভের কিছুটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হায়দরাবাদ প্রশাসন সূত্রের খবর, অসময়ের বৃষ্টির কারণে বুধবার রাতে চারমিনারের চারিদিকে যে চারটি স্তম্ভ রয়েছে, তার মধ্যে একটি স্তম্ভের কিছুটা অংশ ভেঙে পড়েছেঊ এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননিঊ

পুরনো হায়দরাবাদ শহরের প্রাণকেন্দ্র তাজিয়ার আদলে কারুকার্যময় চারমিনার নির্মিত হয় ১৫৯১ সালেঊ ঐতিহাসিক এই সৌধের এক একটি স্তম্ভের উচ্চতা ৪৮.৭ মিটারঊ এই সৌধ হায়দরাবাদকে বিশ্বের দরবারে বিশেষ পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষিদ্ধ জঙ্গি তালিকায় মাসুদ : স্বাগত জানাল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২ মে (হি.স.): দীর্ঘ কূটনৈতিক দৌত্যের রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষিদ্ধ জঙ্গি তালিকায় জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) জঙ্গি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহারের নাম অন্তর্ভুক্তি হয়েছেঊ এর আগে চার বার বাধা দিলেও, বুধবারই নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তে সায় দিয়েছে চিনঊ নিষিদ্ধ আন্তর্জাতিক জঙ্গি তালিকায় মাসুদ আজহারের নাম অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জে ইউএস মিশনের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ‘রাষ্ট্রপুঞ্জের ১২৬৭ তালিকায় মাসুদ আজহারের নাম অন্তর্ভুক্তি হওয়াকে স্বাগত জানাচ্ছে আমেরিকাঊ’ নিষিদ্ধ জঙ্গি তালিকায় মাসুদের নাম অন্তর্ভুক্তি হওয়ার ফলে জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) জঙ্গি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হবেঊ পাশাপাশি রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য দেশগুলি মাসুদের সংগঠন ও গতিবিধিও নিয়ন্ত্রণ করবেঊ অর্থাতমাসুদ আজহার রাষ্ট্রপুঞ্জের য়ে কোনও সদস্য রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে সেই দেশ মাসুদকে আটক করতে বাধ্যঊ স্বাভাবিকভাবেই গোটা পৃথিবী জুড়েই মাসুদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবেঊ

ইউএস সেক্রেটারি অফ স্টেট জানিয়েছেন, ‘জেইএম-এর মাসুদ আজহারকে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করার জন্য ইউএস মিশনকে অভিনন্দনঊ দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই পদক্ষেপ আমেরিকার কূটনৈতিক সাফল্যঊ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কমিউনিটি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপঊ’ প্রসঙ্গত,

ছয়ের পাতায়

ভোটের বাজারে স্বস্তিতে আমজনতা খানিকটা নিম্নমুখী পেট্রোপণ্যের মূল্য

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২ মে (হি.স.): ভোটের বাজারে খানিকটা স্বস্তি পেল আমজনতা। বৃহস্পতিবার সামান্য দাম কমল পেট্রোলের, পাশাপাশি নিম্নমুখী ডিজেলের দামও। মধ্যরাত থেকে কার্যকর হয়েছে নতুন মূল্য। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে যথাক্রমে, ০.০৬ পয়সা, ০.০৭ পয়সা, ০.০৬ পয়সা এবং ০.০৬ পয়সা করে কমেছে পেট্রোলের দামঊ পাশাপাশি দিল্লি-সহ চারটি মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম কমেছে যথাক্রমে, ০.০৫ পয়সা (দিল্লি), ০.০৬ পয়সা (কলকাতা), ০.০৬ পয়সা (মুম্বই) এবং ০.০৫ পয়সা (চেন্নাই)ঊ

নতুন মূল্য অনুযায়ী, কলকাতায় ১ লিটার পেট্রোলের দাম ৭৫.০৮ টাকাঊ দিল্লিতে পেট্রোলের নতুন দাম লিটার পিছু ৭৩ টাকা ০৭ পয়সা, মুম্বইতে পেট্রোলের নতুন দাম ৭৮ টাকা ৬৪ পয়সাঊ পাশাপাশি চেন্নাইতে পেট্রোলের নতুন মূল্য হল ৭৫ টাকা ৮৪ পয়সাঊ এছাড়াও কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম যথাক্রমে, ৬৮.৩৯ টাকা (কলকাতা), ৬৬.৬৬ টাকা (দিল্লি), ৬৯.৭৭ টাকা (মুম্বই) এবং ৭০.৩৯ টাকা (চেন্নাই)ঊ পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য নিম্নমুখী হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সাধারণ মানুষ।

সাত সকালে দুঃসংবাদ, পুণের মুলশি জলাধারে ডুবে গিয়ে মৃত্যু তিনজন এমবিএ পড়ুয়ার

পুণে (মহারাষ্ট্র), ২ মে (হি.স.): সাত সকালে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা! বৃহস্পতিবার সকালে মহারাষ্ট্রের পুণে জেলার মুলশি জলাধারে ডুবে গিয়ে মৃত্যু হল ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন এমবিএ পড়ুয়ারঊ মৃত তিনজন পড়ুয়ার মধ্যে একজন ছাত্রীও রয়েছেনঊ বৃহস্পতিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মুলশির ভাদনে গ্রামেঊ মৃত পড়ুয়াদের নাম হল, সঙ্গীতা নেগি, শুভম রাজ সিনহা এবং শিব কুমারঊ প্রত্যেকের বয়স ২২ বছরের মধ্যে।

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ওই তিন পড়ুয়া-সহ আরও বেশ কয়েকজন এমবিএ ছাত্র-ছাত্রী জলাধারের কাছে বেড়াতে এসেছিলেনঊ তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ছিলেনঊ জলাধারের কাছেই একটি রিসর্টে উঠেছিলেন তাঁরাঊ বৃহস্পতিবার সকালে জলাধারে ডুবে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনজন পড়ুয়ারঊ এখনও পর্যন্ত দু’টি দেহ উদ্ধার হয়েছে, তৃতীয় দেহটির সন্ধান চলছেঊ বেড়াতে এসে তিনজন এনবিএ পড়ুয়ার অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বাকি সদস্যরা।

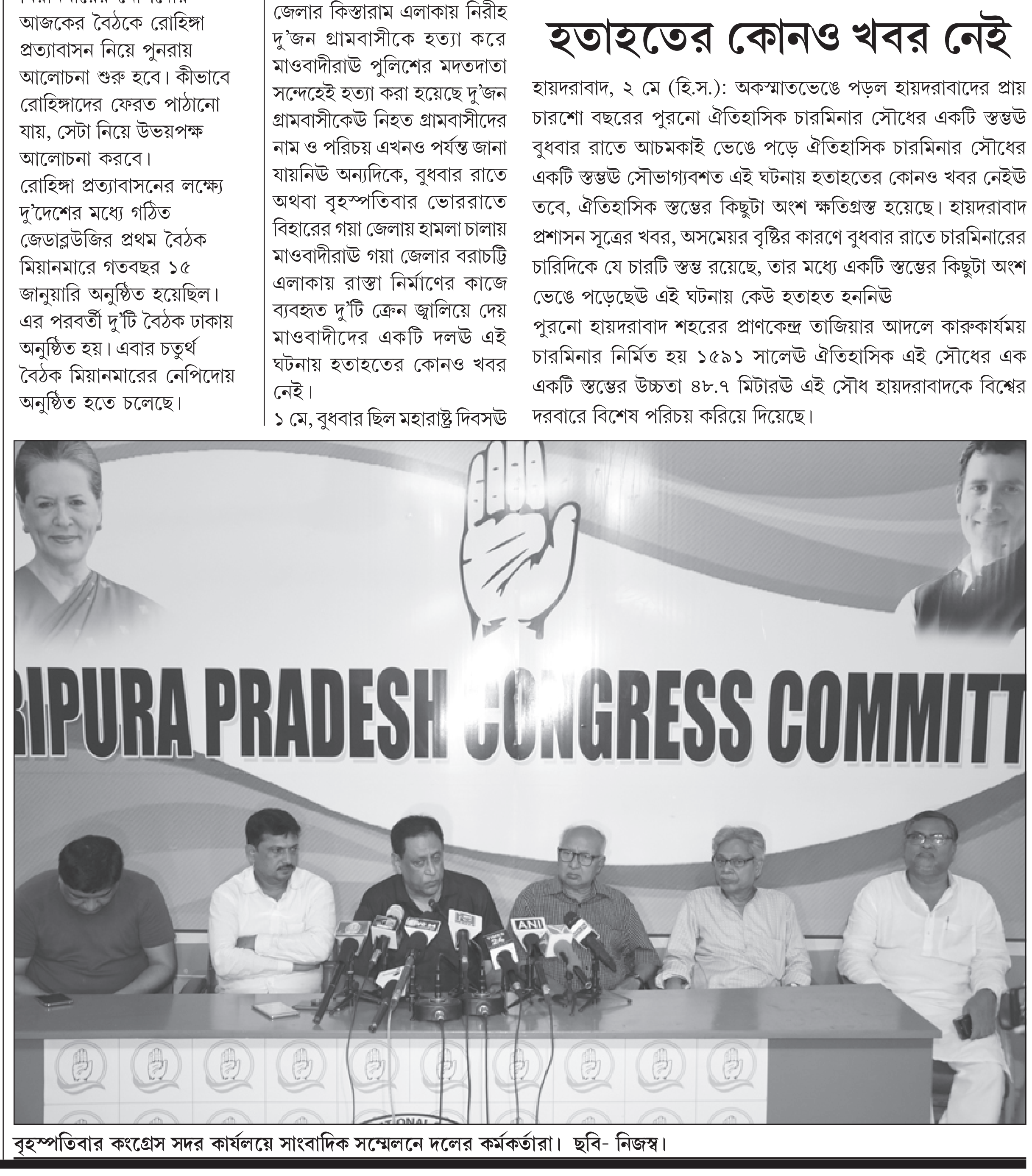

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যলয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

শীতে পুরুষের ত্বকের যত্ন

ছেলে হয়ে জন্মিয়েছেন বলে শুষ্ক মৌসুমে ত্বকে সাদা দাগ হবে না, ঠোঁট ফাটবে না তা তো হয় না। তাই এই সময়ে চাই বিশেষ যত্ন। শীতের পুরো সময় জুড়ে রুক্ষ ও মালিন ত্বকের জন্য বেশ বিব্রতও হতে হয়। সারা দিন খাটাখাটুনির পর রাতে বাসায় ফিরে আলসেমি ধরে যায়, তাই ত্বকে যত্ন নেওয়ার সুযোগ কই! আসুন জেনে নেই শীতে ত্বক ভালো রাখার জন্য মিউনি'জ প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে নিজেই স্ক্রাব তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন। গোসলের আগে হাত-পা'য়ে আলিভ অয়েল, নারিকেল তেল কিংবা নারিকেল তেলের সঙ্গে মধু মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। ঘুমানোর আগে কুসুম গরম জল দিয়ে হত, পা ও ফেইসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। যাদের ত্বক শুষ্ক তারা তৈলাক্ত ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন এবং যাদের ত্বক তৈলাক্ত তারা এটা ঠিক না। নিয়ম জেনে নিয়মিত চুলে শ্যাম্পু করলে চুলের অনেক সমস্যা ই চলে যায়।'' তিনি আরও পরামর্শ দেন, একদিন অন্তর অন্তত চুলে শ্যাম্পু করলে চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় থাকে। শীতে আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলায় চুল রুক্ষ ও মলিন দেখায়। তাই শ্যাম্পু করার আগে চুল তেল, মধু, লেবরু রস কিংবা ঠাণ্ডা চায়ের লিকার মালিশ করে

ব্রাইডালের রূপ বিশেষজ্ঞ তানজিমা শারমিন মিউনির দেওয়া কিছু সহজ টিপস। ত্বকের যত্ন -সকালে ঘুম থেকে উঠে হালকা কুসুম গরম জলে মুখ ধুয়ে নিতে পারেন, কেননা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জল ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। তারপর ত্বকের ধরণ অনুযায়ী ময়েশ্চারাইজিং লোশন ব্যবহার করুণ। ইচ্ছে করলে মুখ পরিষ্কার করার জন্য ময়েশ্চারাইজার যুক্ত ক্লেনজার দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে পারেন। শীতকালে মুখে কালে ছোপছোপ দাগ পড়ে যায়, তাই সপ্তাহ অন্তত একদিন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে ব্যবহার করলে মুখের ব্ল্যাকহেডস বা কালো দাগ সেড়ে যাবে। ত্বক পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ নিয়মে ময়েশ্চারাইজিং লোশন লাগাতে হবে এবং স্ক্রাবিং করার পর গাঢ় ময়েশ্চারাইজিং লোশন লাগাতে পারেন। ত্বকের ধরন অনুযায়ী বাজার থেকে শসা, গাজর, টক দই, চালের গুঁড়া, মধুসহ বিভিন্ন ময়েশ্চারাজিং ক্রিম ব্যবহার করলে ভালো ফল পাবেন। ঠোঁটের যত্ন - শীতে ঠোঁটের সমস্যাগুলো একটু বেশি চোখে পড়ে, ঠোঁটের চামড়া উঠে যায়, ঠোঁট ফেটে যায়, কারও ঠোঁট ফেটে রক্ত আসে। ঠোঁটে সব সময় গ্লিসারিন বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করলে, ঠোঁটের এসব সমস্যা থাকবে না। যাদের ঠোঁটের সমস্যা একটু বেশি তারা সানস্ক্রিন লাগতে পারেন। ধূমপায়ীরা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আর শীতে ধূমপান করলে ঠোঁটের বেশি ক্ষতি হয়। তাই এই অভ্যেস ত্যাগ করুণ। শীতের চুলের যত্ন - শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতো শীতকালে চুলও আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলে। তাই নানান রকম সমস্যা দেখা দেয়। চুলের এসব সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত চুলের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। পুরুষদের সৌন্দর্য্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বলেন, অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে, প্রতিদিন শ্যাম্পু করলে মাথার চুল পড়ে যায়, কিছুক্ষণ পর শ্যাম্পু কর নিলে চুল সতেজ থাকবে। সপ্তাহে একদিন চুলে কাঁচা মেহেদিপাতা বেটে দিয়ে রাখুন। এতে স্বাভাবিক চুল পনা কমে যেতে পারে। চুলে যে কোন ধরনের প্যাক কিংবা মেহেদি ব্যবহার করার পর ভালো করে শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। তার পর কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। চুলে হালকা তেল মালিশ করলে চুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে। পায়ের যত্ন - শীত বাড়লে প্রকটতর হয় পায়ের নানান সমস্যা- পা ফাটা এবং পায়ের দুর্গন্ধ অন্যতম। তাই এ সময়ে পায়ের যত্ন নেওয়া জরুরি। ডা. ফজলে কবির এই ব্যাপারে পরামর্শ দিতে গিয়ে জানান, পায়ের দুর্ঘন্দ দূর করতে পাতলা ছিদ্রযুক্ত মোজা ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের পর প্রতিদিন পারলে জুতা রোদে দিন। আর মোজা এদিন পরার পর ধুয়ে রোদে শুকান। দুর্গন্ধ এড়াতে পায়ে দুর্গন্ধনাশক লোশন ব্যবহার করুণ।

মেদ কমাতে ৭ ধরনের খাবার

কিছু খাবার আছে যেগুলি শরীরের চর্বি কাটাতে সাহায্য করে। বিশেষ করে পেটের মেদ কমাতে উপকারী এইসব খাবার সম্পর্কে জানা থাকলে ওজন নিয়ন্ত্রণে সুবিধা হয়। ওজন কমাতে আমরা কত কিছুই না করি ! প্লেটে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে শশা, গাজর আর সুপ খেয়েই কাটিয়ে দিই দিনের পর দিন তারপরও এত কষ্টের ফলাফল ওজন মেশিন খুব সহজে দিতে চায় না। ডায়েট শুরুর প্রথম দিকে চটপট ওজন কমলেও একটা সময় পর ওজন হ্রাসের গতি কমে আসে। হতাশা নিয়ে অনেকে আবিষ্কার করেন, ওজন তো কমছেই না বরং দীর্ঘদিন থেকে সুপ আর শশা খাওয়ার ফলে শরীরে দেখা দিচ্ছে অপুষ্টি। চুল পড়ে যাচ্ছে, চামড়া শুষ্ক হয়ে পড়ছে, চেহারায় লাবণ্য নেই বললেই চলে। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বলেন, শরীর দীর্ঘদিন ধরে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টিও খাবার না পেলে 'স্টারভেশন' অবস্থায় চলে যায়। প্রয়োজনের তুলনায় কম পরিমাণে খাবার পাওয়ার কারণে শরীর সেই খাবার ব্যবহার করার পরিমাণ কমিয়ে দেয় এবং খাবারকে জমিয়ে রাখতে শুরু করে। এটাই হল 'স্টারভেশন' অবস্থা। শরীর যখন খাবার ব্যবহার না করে জমাতে শুরু করে, তখন ওজন তো কমেই না বংর অনেক ক্ষেত্রেই বাড়তে শুর করে। অন্যদিকে শরীরের ভেতরের কার্যকলাপ কম গতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে প্রন্যোজনীয় খাবারের অভাবে মেটাবলিক সিস্টেমের কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণে খাবারের ক্যালরি চর্বি হয়ে শরীরে জমা হতে শুরু করে। তাহলে উপায়? এমন কি কোনো 'ম্যাজিক' নেই, যাতে করে পেট ভরে খেলেও বাড়বে না ওজন! উত্তর হল, আছে। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা ৭ ধরনের খাদ্যোপাদানকে 'ম্যাজিক ফুড' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, এ ৭ ধরনের খাবার পরিমাণে নিয়মিত খেলে ওজন অবশ্যই কমবে।

ফল ও সবজি

এ খাবারগুলোতে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ও ফাইবার বেশি থাকার কারণে তা কোলেস্টেরল ও পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করে। খাবারের আঁশ চর্বিকণাকে বেঁধে ফেলে এবং মলমূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ফল ও সবজিতে আঁশজাতীয় উপাদান বেশি থাকার কারণে ক্ষুধার অনুভূতি হ্রাস করে। প্রতিদিন অন্তত চার -পাঁচ ধরনের ফল ও সবজি খেলে তা অন্যান্য খাবারের প্রতি আকর্ষণ কমায়। এ বিশেষ কয়েকটি কারণেই পেটের মেদ কমাতে ফল ও সবজি কাজ করে থাকে।

সবুজ চা

হালকা এ পানীয় কেবল শরীরকে সতেজই রাখে না, সঙ্গে ওজন কমানোর ক্ষেত্রেও কার্যকরী ভূমিকা রাখে। সবুজ চায়ে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের প্রাচুর্য পরোক্ষভাবে অতিরিক্ত চর্বি ঝরাতে সাহায্য করে।

বাদাম ও অলিভ অয়েল

প্রতিদিনের খাবার তালিকায় প্রোটিন থাকা যেমন অত্যাবশ্যক, ঠিক তেমনি জরুরি 'ফ্যাট'-জাতীয় খাবারের উপস্থিতি। আঁতকে উঠলেন? কিন্তু এটাই সত্যি। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, সব 'ফ্যাট'ই শরীরের জন্য ক্ষতিকারক নয়। শরীরকে সব ধরনের খাদ্য উপাদানের সুষম বন্টনই সুস্থতাকে নির্দেশ করে। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ও মিনারেলের মতো দেহে ফ্যাটেরও প্রয়োজন। বিশেষ করে কিছু ভিটামিন শোষণের জন্য প্রয়োজন ফ্যাট। এ ডি কে এবং ই ভিটামিনের অভাব দেখা দিতে পারে, যদি শরীর তার প্রয়োজনমতো ফ্যাটের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই প্রতিদিনের খাবার তালিকায় রাখুন কাঠবাদাম, কুড়ার বিচি, শিমের বিচি, কিডনি বিন ও জলপাইয়ের তেল। বাদাম ও দানাজাতীয় খাবার থেকে যে ফ্যাট পাওয়া যায় তাকে পুষ্টিবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট'। এই ফ্যাট রক্ত থেকে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমিয়ে ভালো কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়তে সাহায্য করে। মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ত্বক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দেখভাল করে, চামড়ার মসৃণতা বাড়াতে সাহায্য করে পাশাপাশি মেটাবলিক রেট বাড়ায়, যা ওজন হ্রাসে ভূমিকা রাখে।

সামুদ্রিক মাছ

সামুদ্রিক মাছে থাকে ওমেগা ত্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। এই অ্যাসিড মেদ বৃদ্ধিতে দায়ী চর্বিকে পোড়াতে এবং শরীরে ভালো চর্বির পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। সামুদ্রিক মাছ থেকে যে ফ্যাট পাওয়া যায় তার নাম 'পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট'। বাদাম ও জলপাই তেলের মতো সামুদ্রিক মাছের ফ্যাটও ওজন হ্রাসে ভূমিকা রাখে।

মসলা রান্নায় যেসব মসলা ব্যবহার করা হয়, যেমন রসুন, হলুদ, দারুচিনি, আদা - এগুলো বাংলাদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মসলার নিজস্ব গুণাগুণের কারণে তা শরীরকে আয়ুর্বেদিক কিছু উপকারিতা দিয়ে থাকে। আবার মসলা খাবারকে সহজপাচ্য করে, যা খাবারকে সুস্বাদু করার সঙ্গে সঙ্গে হজমেও সাহায্য করে। আদা, দারুচিনি ও হলুদের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পরোক্ষভাবে ওজন কমাতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে।

জল

শরীর থেকে বর্জ বের করে দিতে জলের ভূমিকা অসাধারণ। বলা হয়, প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ গ্লাস জল ওজন হ্রাসে সরাসরি ভূমিকা রাখে। জল শরীরকে সতেজ রাখে, অযথা ক্ষুধাভাবকে দূর করে। বারবার জল পান করার ফলে শরীর চাঙাবোধ করে। মেটাবলিজম বৃদ্ধি পায়। তাই ওজন কমানোর অন্যতম আরেকটি জরুরি পদক্ষেপ পানি খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া।

আঁশজাতীয় খাবার

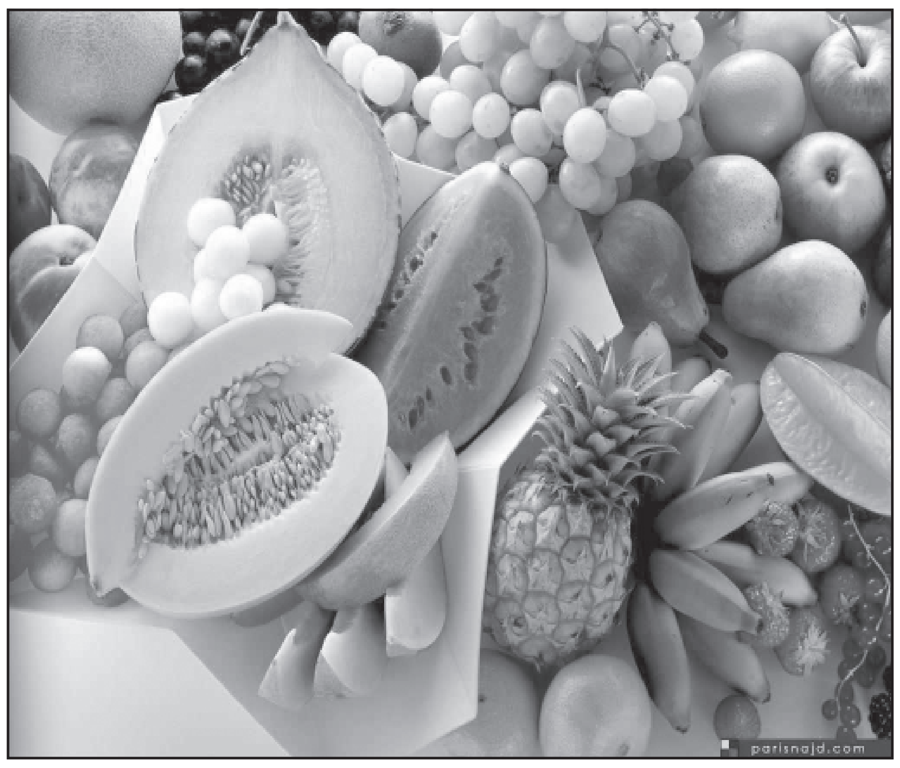

এই ধরণের খাবার রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে, য রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আঁশজাতীয় খাবারে ভিটামিন-বি বেশি থাকে, যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পাশাপাশি আমাদের বেসাল মেটাবলিক রেট (বিএমআর) সচল রাখার মাধ্যমে শরীরকে তার খাবার পরিপূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করতে সাহায্য করে। শরীরে অতিরিক্ত ক্যালরি জমা রাখার প্রবণতা কমাতে আঁশজাতীয় খাবারের জুড়ি মেলা ভার।

গুড়ের পায়েস

গরম কিংবা ঠাণ্ডা, নতুন গুড়ের পায়েসে জুড়াবে মনটা।

উপকরণ ঃ- তরল দুধ ১ লিটার। আতপ চাল ১ মুঠ। গুড় ১ কাপ (স্বাদমতো কম বেশি দিতে পারেন)। চিনি ৩ টেবিল চামচ।

পদ্ধতি ঃ- চাল দুয়ে ভিজিয়ে রাখুন এক ঘন্টা দুধ জ্বাল দিন। ফুটে উঠলে বেজানো চাল দিয়ে দিন। সিদ্ধ হয়ে এলে প্রথমে চিনি দিন। কিছুক্ষণ পরেই গুড় দিয়ে নাড়তে থাকুন। পায়েস ঘন হয়ে আসলে নামিয়ে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুণ। পায়েস রান্নায় সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখবেন।

*অনেকেই বলেন যে গুড়ের পায়েস রান্নায় দুধে গুড় দিলেই দুধ ফেটে যায়। তাই গুড় দেওয়ার আগে চিনি মিশিয়ে দিন। তাহলে আর গুড়ের জন্য দুধ ফাটবে না। * গুড়ের পায়েসে কখনও এলাচ দিতে হয় না। দিলে গুড়ের আসল গন্ধ এলাচের কারণে আর পাওয়া যায় না। * পায়েস রান্নার সময় দুধে চাল ভালোমতো ফুটে ওঠার পর চিনি ও গুড় দিতে হয়। মিষ্টি আগে দিলে চাল ভালো সিদ্ধ হয় না।

ঘর সাজানোর উপকরণ

খ্রিষ্ট ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব 'বড়দিন'। আর এই উৎসবের অন্যতম একটি অংশ ঘর ও ক্রিসমাস ট্রি সাজানো। বাইরের দেশের মতো জমকালোভাবে পালন না করা হলেও আমাদের দেশেও এই দিন মোটামুটি আয়োজনের সঙ্গেই পালিত হয়ে থাকে। পশ্চিমা দেশগুলোর মতো আমাদের দেশেও দিনটি উদ্‌যাপন করা হয় নানান আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে। বড় দিনের উৎসব পালনের শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে সবাই, বসে নেই শিশুরাও, মায়ের সঙ্গে ভিড় করছে মার্কেটগুলোতে। বড় হোটেল ও রেস্তোরাঁতে নানান ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজনও হয়। শহর এবং গ্রামের গির্জাগুলো সাজানো হয় রঙিন কাগজ, ঝালর, ফুল এবং নানান ধরনের উপকরণ দিয়ে। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার এই কারণে খ্রিষ্ট ধর্মালম্বীদের পাশাপাশি অনেকেই বেশ আনন্দের সঙ্গে এই দিন উদ্‌যাপন করেন। তাই বছরের সবচেয়ে বড় দিনটি পালন করতে ক্রিসমাস ডে'র প্রয়োজনীয় সব কিছু কিনে নিতে পারেন। শহরের বেশ কিছু বড় দোকানসহ, শোরুমে নানান ধরনের ঘর সাজানোর সরঞ্জাম এবং বড়দিনের শুভেচ্ছা কার্ড ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া 'আড়ং'য়ের কয়েকটি বিক্রয়কেন্দ্রে তাদের নিজস্ব নকশায় 'ক্রিসমাস অর্নামেন্টস'য়ের পসরা সাজিয়েছে। ছোট ছোট স্টলে বড়দিনের ঘর সাজানোর জিনিসের মেলা বসেছে। সাজানো রয়েছে যীশু খ্রিস্টের জন্মের নিদর্শন তারা। আকার অনুযায়ী স্টলগুলোতে তারার দাম পড়বে ২শ' থেকে ১ হাজার টাকা। 'মেরি ক্রিসমাস' লেখা ঘরে বা দরজায় ঝোলানোর বিভিন্ন ডিজাইনের গ্রিটিংসের দাম ১৮০ থেকে ১ হাজার ৫শ' টাকা। আকার ও ডিজাইন ভেদে এর দাম আড়াই হাজারও পড়তে পারে। তাছাড়া আছে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর জন্য রংবেরংয়ের বল, তারা, স্বর্গদূত, ছোট ক্রিসমাস ফাদার ইত্যাদি। ক্রিসমাস ট্রি না সাজালে কি আর বড়দিনের ঘর সাজানো পূর্ণতা পায়! এখন প্রায় সব মার্কেটগুলোতেই বিভিন্ন আকারের ক্রিসমাস ট্রি পাওয়া যাচ্ছে। ক্রিসমাস ট্রিতে সাজানোর ছোট বাতি বা 'মরিচ বাতির' সেট পাবেন মার্কেট ভেদে ১শ' থেকে ৫শ' টাকা মধ্যে। তবে এসব মরিচ বাতি পাবেন একটু সাশ্রয়ী দামে। প্রতিটি বাতির সেট পড়বে ৯০ থেকে ৩শ' টাকা। স্যান্টাক্লজের হাতের ঘন্টা প্রটিরি মূল্য ১শ' থেকে ১৫০ টাাক। মেরি ক্রিসমাস লেখা ১০০টি বেলুনের প্যাকেট ৫০ থেকে ১৫০ টাকা। প্রদীপ এক ডজন ৬০ থেকে ৯০ টাকা। বাতিসহ স্যান্টাক্লজের ছবি ২৫০ টাকা। মেরি ক্রিসমাস লেখা ওয়াল পেপার ২০ থেকে ৭০ টাকা। দরজায় লাগানো ক্রিসমাস জরি ১৫ থেকে ৩০ টাকা। ঘর সাজানোর জন্য রঙিন বল এক ডজন ১৫০ থেকে ২৫০ টাকা। বিউটি কস্তা বলেন, "এখান থেকে ৪শ' টাকায় যেই ক্রিসমাস ট্রি কিনেটি এটির দাম ৮শ' থেকে ৯শ' টাকা''।

সুস্বাদু খাবার সিঙাড়া

সিঙাড়া - উপকরণ ঃ

ময়াদ-৩০০ গ্রাম, খাবার সোডা- ১ চুটকি, আলু-৪-৫ টা, নারকেলচুকি -১ কাপ, ভাজা চীনাবাদা (আধভাঙা) ২৫-গ্রাম, আদাবাটা -২ চামচ, কাঁচালঙ্কাবঙাটা -৬-৭ টা, জিরেগুঁড়ো ১ চামচ, হলুদগুড়ো সামান্য, নুন সআদমতো, ভাজার জন্য সাদা তেল।

প্রণালী ঃ একটা বড় বোলে প্রথমে ময়দা, খাবার সোডা ও নুন মিশিয়ে অল্প তেল ময়ান দিয়ে ভালো করে মেখে রাখুন। এবার পাত্রে তেল গরম করে নারকেল কুচিগুলো লালচে করে ভেজে তুলে নিন। তারপর ওই পাত্রেই আরও একটু তেল দিয়ে আলুগুড়ো ছেড়ে দিন। একটু ভাজা ভাজা মতো হলে এরমধ্যে আদাভাটা, কাঁচালঙ্কাবাটা, জিরেগুড়ো, হলুদগুড়ো ও ও স্বাদমতো নুন দিয়ে কষে নিন। এরপর বাদাম ও নারকেলকুচি দিয়ে নাড়ুন। এবার আলুর সঙ্গে মশলা কষা হলে পরিমাণমতো জল ঢেলে ফুটতে দিন। কিছুক্ষণ পর আলু সিদ্ধ হয়ে তরকারি শুকনো হয়ে এলে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে নিন। এবার আগে থেকে মেখে রাখা ময়া থেকে লেচি কেটে লুচির মতো করে বেলে নিন। তরকারি শুকনো হয়ে এলে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে নিন। এবার আগে থেকে মেখে রাখা ময়াদ থেকে লেচি কেটে লুচির মতো করে বেলে নিন। তারপর একটা ছুরি দেয় লুচির মাঝখান থেকে কেটে দু'টুকরো করে নিন। এরপর পানের খিলির মতো করে ভেতরে আলুর পুর ভরে সামান্য জল হাত দিয়ে ধার মুড়ে সিঙাড়াগুলো গড়ে রাখুন। এবার পাত্রে তেল গরম করে সিঙাড়াগুলো ছাঁকা তেলে ভেজে সসের সঙ্গে পরিবেশন করুণ।

পেঁয়াজপাতা পাকোড়া

শীতের বিকেলে গরম গরম পাকোড়া সঙ্গে চা কিংবা কফি। সবসময় একরকম পাকোড়া না বানিয়ে যদি পাকোড়ায় যদি আনা যায় একটু অন্যরকম স্বাদ তাইলে তো আর কথাই নেই। অন্যরকম পাকোড়ার রেসিপি দিয়েছেন। উপকরণঃ- পেঁয়াজপাতার কুচি ১ কাপ। পেয়াজকুচি আধা কাপ। ৫টি কাঁচামরিচের কুচি। ১ চা চামচ আদাবাট। ৪ টেবিল চামচ রাইস পাউডার বা বেসন। আধা চা চামচ হলুদগুঁড়া। আধা চা চামচ মরিচগুঁড়া লবণ পরিমাণতো। তেল পরিমাণমতো (ডুবো তেলে ভাজতে যতটুকু লাগবে)।

কিমাপুরি ও চিইজি পটেটো ক্রোকেট

কিমাপুরি

উপকরণ ঃ কিমার জন্য- কিমা ৩৫০ গ্রাম। পেঁয়াজ ২টি। ধনেপাতা ১ মুঠ। কাঁচামরিচ অল্প তেল লাগিয়ে ঢেকে রাখুন ১ ঘন্টা। কিমাপুরি ঃ খামির থেকে ছোট ছোট বল করে নিন। হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে ছড়িয়ে তারমধ্যে ১ টেবিল-চামচের মতো কিমা দিয়ে মুখটা ভালো করে লাগিয়ে তারপর হাত দিয়ে সাবধানে চেপে চেপে পুরিরমতো করে ফেলুন। একদম বেলতে যাবেন না, এতে পুরি ফেটে কিমা বাইরে চলে আসতে পারে। এখন চাইলে ছাকা তেলে বা ডুবো তেলে ভেজে নিতে পারেন। টমেটোর সস বা চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুণ।

চিইজি পটেটো ক্রোকেট

উপকরণ ঃ আলু সিদ্ধ ২ কাপ। চিজ আধা কাপ। পেঁয়াজ বেরেস্তা ৩ টেবিল চামচ। শুকনা মরিচগুঁড়া ২ টেবিল চামচ। লবণ ১ চা চামচ। লেবুর রস ১ চা চামচ। বিস্কুটের গুঁড়া। ফেটানো ডিম ২ টি ।

তেল ভাজার জন্য যতখানি লাগে।

পদ্ধতি ঃ চিজ হাত দিয়ে ভর্তা করে নিন। যে কোনো চিজ ব্যবহার করতে পারবেন -ফেটা জিজ, মোৎজরেলা চীজ, পার্মেসান চিজ ইত্যাদি। আলুর সঙ্গে পেঁয়াজ বেরেস্তা, শুকনা মরিচগুঁড়া, লবণ , লেবুর রস ভালো করে মাখিয়ে নিন। পছন্দমতো আকার করে ভিতরে আধা চা চামচ পরিমাণ চিজ দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিন। ফেটানো ডিমে ডুবিয়ে, বিস্কুটের গুঁড়ায় গড়িয়ে ডুবো তেলে ভেজে নিন। টমেটো ক্যাচাপের সঙ্গে পরিবেশন করুণ মজাদার চিইজি পটেটো ক্রোকেট।

বৃহস্পতিবার চন্দ্রপুর আইএসবিটি ঘুরে দেখেন বিধায়ক অলিক মজুমদার। ছবি- নিজস্ব।

রাজীব কুমারকে গ্রেফতারের আবেদনের রায় ঘোষণা স্থগিত

কলকাতা, ২ মে (হি.স):রাজীব কুমারকে গ্রেফতারের আবেদনের রায় ঘোষণা স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি দীপক গুপ্ত এবং বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার ডিভিশন বেঞ্চের কাছে এই আবেদন জানিয়ে ছিল সিবিআই। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট রাজীব কুমার মামলায় দু'পক্ষের বয়ান শোনার পর রায়দান স্থগিত রেখেছে। তিন বিচারপতির বেঞ্চ দু'পক্ষের জমা দেওয়া হলফনামা এবং তথ্য প্রমান খতিয়ে দেখে রায় দান করবেন বলে জানিয়েছেন।

এর আগে বুধবার শিলংয়ে রাজীব কুমারকে জেরা করার রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে আদালতকে জমা দিয়ে সিবিআই রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করার প্রয়োজন আছে বলে জানায়।

সিবিআইয়ের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা শীর্ষ আদালতে আবেদন জানান, রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে সুপ্রিম কোর্ট যে রক্ষা কবচ দিয়েছে তা যেন প্রত্যাহার করা হয়। তুষার মেহতা জানান, রাজীব কুমার রাজ্য সরকার গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট-এর প্রধান ছিলেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই সারদা তদন্তে নেমে একাধিক প্রমাণ পেয়েছে যেখানে স্পষ্ট তাঁর নির্দেশেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যায় সিট। সিবিআই তাদের হলফনামায় অভিযোগ জানায়, রাজীব কুমারের নির্দেশেই সারদা তদন্তের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণ লোপাট করেছে পুলিশ। তার মধ্যে সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনের মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডস যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে পেন ড্রাইভ এবং টাকা লেনদেনের ডায়েরির মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

গতকাল আদালতে তুষার মেহতা বলেন, 'রাজীব কুমার শিলংয়ে জেরার সময় কার্যত কোনও সহযোগিতা করেননি তদন্তকারীদের সঙ্গে। টানা পাঁচ দিনের জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে তিনি বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। আর সেই কারণেই তাঁর মতো প্রভাবশালী পুলিশ কর্তাকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা প্রয়োজন'।

সিবিআইয়ের আবেদনের ভিত্তিতে রাজীব কুমারকে হলফনামা পেশ করতে বলে সুপ্রিম কোর্ট। তারা সিবিআইকেও জানায়, শুধু হলফনামা নয় উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হবে আদালতকে। তার ভিত্তিতে সিবিআই বুধবার রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে নিজেদের দাবির সপক্ষে 'প্রমাণ' তুলে দেয় আদালতে। পাল্টা রাজ্য সরকারও হলফনামা পেশ করে।

রাজ্য সরকার তাঁদের হলফনামায় জানিয়েছে, রাজীব কুমারকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করার আবেদন পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। রাজ্য সরকারের পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙভি বলেন,'গোটাটাই একটা রাজনৈতিক খেলা'। রাজ্য সরকার এবং রাজীব কুমারের পেশ করা হলফনামায় অভিযোগ করা হয়, যেহেতু কলকাতা পুলিশ এক শীর্ষ সিবিআই কর্তার স্ত্রী এবং মেয়ের চিটফান্ডে যোগাযোগ নিয়ে তদন্ত করছে, সে কারণেই প্রতিহিংসা বশত ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে রাজীব কুমারকে।

এরপরই বৃহস্পতিবার দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর এই মামলায় রায় দান স্থগিত রাখে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি দীপক গুপ্ত এবং বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার ডিভিশন বেঞ্চ। কিন্তু, এই রায় কবে দেবেন তা আজ জানান নি বিচারপতিরা। তবে, সুপ্রিম কোর্টের বিদগ্ধ আইনজীবিরা আশা প্রকাশ করেছেন এক সপ্তাহের মধ্যে এই রায় দেবে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

নিখোঁজ সাংসদ বনাম জনগণের মধ্যে লড়াই হতে চলেছে আমেঠিতে, রাহুলকে খোঁচা স্মৃতির

আমেঠি, ২ মে (হি.স.) : একযোগে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এবং সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। হারা যুদ্ধ লড়ে চলেছে কংগ্রেস। আমেঠিতে এই নির্বাচনী লড়াই শুধুমাত্র বিজেপি বনাম কংগ্রেসের মধ্যে নয়। এই লড়াই হতে চলেছে এক নিখোঁজ সাংসদ বনাম জনগণের মধ্যে, বলে দাবি করেছেন স্মৃতি ইরানি। পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাকে কটাক্ষ করে স্মৃতি ইরানি বলেন, সংস্কৃতিবান পরিবারগুলির উচিত নিজেদের সন্তানদের প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

বৃহস্পতিবার আমেঠিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্মৃতি ইরানি বলেন, আমেঠিতে বহুজন সমাজ পার্টি এবং সমাজবাদী পার্টি সমর্থন পেয়েও পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কংগ্রেস সভাপতি। এই লড়াই শুধুমাত্র বিজেপি বনাম কংগ্রেসের মধ্যে নয়। এই লড়াই প্রকৃত ভাবেই জনগণ বনাম নিখোঁজ সাংসদ বলা ভাল নিখোঁজ প্রার্থীর মধ্যে হতে চলেছে। নিশ্চিত হার জেনেও লড়ে চলেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের অবস্থা এতটাই খারাপ যে অন্য রাজ্য থেকে লোক নিয়ে এসে আমেঠিতে প্রচার চালাতে হচ্ছে। আমেঠিতে রাহুল গান্ধী যদি কাজ করত তবে এখানে কংগ্রেসের এমন খারাপ অবস্থা হত না। এখন কংগ্রেসকর্মীরাই রাহুল গান্ধীকে ছেড়ে গিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত রাহুল গান্ধী নিখোঁজ সাংসদ ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তিনি একজন নিখোঁজ প্রার্থী।

শিশুদের রাজনীতিতে টেনে আনার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাকে কটাক্ষ করে স্মৃতি ইরানি বলেন, শিশুদের ব্যবহার কর প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করছেন প্রিয়াঙ্কা। রাজনৈতিক প্রচারে শিশুদের দিকে ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে করে শিশুরা কি শিখবে। সংস্কৃতিমনস্ক পরিবারের উচিত নিজেদের সন্তানদের প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। যে পরিবার নিজেদের সংস্কৃতিমনস্ক হিসেবে মনে করত তাদের মুখোশ খসে পড়েছে।

দান্তেওয়াড়ায় সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর এনকাউন্টারে খতম কুখ্যাত মাওবাদী উদ্ধার রাউফেল ও গুলি

রায়পুর, ২ মে (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নিকেশ অভিযানে আবারও বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনীঊ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত দান্তেওয়াড়া জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে একজন মাওবাদীঊ নিহত মাওবাদীর মাথার দাম ধার্য হয়েছিল ৮ লক্ষ টাকাঊ এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি রাইফেল এবং ৬ রাউন্ড গুলিঊ এনকাউন্টার প্রসঙ্গে দান্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপার অভিষেক পল্লব জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে দান্তেওয়াড়ায় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে কুখ্যাত এক মাওবাদীরঊ নিহত মাওবাদীর মাথার দাম ধার্য হয়েছিল ৮ লক্ষ টাকাঊ এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি রাইফেল এবং ৬ রাউন্ড গুলিঊ

ডিরেক্টর জেনারেল (অ্যান্টি-নকশাল অপারেশন) গিরধারি নায়েক জানিয়েছেন, 'বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানী রায়পুর থেকে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার দূরে, দান্তেওয়াড়া জেলার পেরপা এবং মারকামারিস গ্রামের মাঝখানে মাওবাদী দমন অভিযানে নামে জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) এবং জেলার বিশেষ বাহিনী (ডিএফ)ঊ তল্লাশি অভিযান চলাকালীন বেশ কয়েকজন মাওবাদী নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়ঊ দু'পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে কুখ্যাত এক মাওবাদীর দেহঊ' ডিজি আরও জানিয়েছেন, 'নিহত মাওবাদীর নাম হল-কুঞ্জমঊ তার মাথার দাম ধার্য হয়েছিল ৮ লক্ষ টাকাঊ' পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ২০১৭ সালের ২৪ এপ্রিল ছত্তিশগড়ের সুকমায় ভয়াবহ মাওবাদী হামলায় জড়িত ছিল কুঞ্জমঊ ওই হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ২৫ জন নিরাপত্তা বাহিনী।

বুধবার রাতেই ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার কিস্তারাম এলাকায় দু'জন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করেছিল মাওবাদীরাঊ ছত্তিশগড় পুলিশের পদস্থ এক কর্তা জানান, বুধবার রাতে সুকমা জেলার কিস্তারাম এলাকায় নিরীহ দু'জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে মাওবাদীরাঊ পুলিশের মদতদাতা সন্দেহেই হত্যা করা হয় দু'জন গ্রামবাসীকেঊ নিহত গ্রামবাসীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিঊ সুকমায় দু'জন গ্রামবাসীর হত্যার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই দান্তেওয়াড়ায় খতম হল একজন কুখ্যাত মাওবাদী।

মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি তকমা দেওয়ার বিষয়ে গোটা দেশ গর্বিত : অরুণ জেটলি

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.) : পুলওয়ামা হামলা এবং পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইকে পরে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে গিয়েছে। তার ফলে ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া মত দেশগুলি মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি তকমা দিতে ভারতের সঙ্গে উদ্যোগী হয়েছিল। এমন কি চিনও নিজের অবস্থান সরে এসেছে। বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির দলীয়

ছয়ের পাতায়

গড়চিরৌলিতে মাওবাদী হামলার জের : উত্তর প্রদেশে চান্দৌলি-মির্জাপুর-সোনভদ্রে সতর্কতা জারি আইবি-র

নয়াদিল্লি ও লখনউ, ২ মে (হি.স.): মহারষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণের জের! উত্তর প্রদেশের চান্দৌলি, মির্জাপুর এবং সোনভদ্র এলাকাতে সতর্কতা জারি করল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি)ঊ আইবি-র পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা পাওয়ার পরই উত্তর প্রদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছেঊ ১ মে, বুধবার ছিল মহারাষ্ট্র দিবসঊ মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দিবসে গড়চিরৌলিতে মাওবাদীদের পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে প্রাণ হারান নিরাপত্তা বাহিনীর ১৫ জন জওয়ান-সহ ১৬ জনঊ বুধবার দুপুর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ আইইডি বিস্ফোরণে উড়ে যায় পুলিশের একটি গাড়িঊ শক্তিশালী বিস্ফোরণে গাড়িটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ঊ চালক ছাড়াও ওই হামলার ঘটনায় প্রাণ হারান সি-৬০ কুইক রেসপন্স টিম-এর ১৫ জন সদস্যঊ

গড়চিরৌলিতে হামলার একদিন পরই উত্তর প্রদেশের চান্দৌলি, মির্জাপুর এবং সোনভদ্র এলাকাতে সতর্কতা জারি করল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি)ঊ আইবি-র পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা পাওয়ার পরই উত্তর প্রদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

দ্রুত গতিতে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ফণী, তটস্থ ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ

নয়াদিল্লি ও ভুবনেশ্বর, ২ মে (হি.স.): শক্তি বাড়িয়ে দ্রুত গতিতে ধেয়ে আসছে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'ঊ বৃহস্পতিবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ পুরী থেকে ৪৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান ছিল 'ফণী'-রঊ ৩ মে (শুক্রবার) বিকেলের মধ্যেই ওডিশা উপকূল অতিক্রম করবে শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড়ঊ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, স্থলভূমিতে আছড়ে পড়ার সময় ঘন্টায় সর্বাধিক ২০০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারেঊ ভুবনেশ্বর-এর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা এইচ আর বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'ফণীর প্রভাবে শুক্রবার ওডিশার দক্ষিণ উপকূল এবং সংলগ্ন এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত হবেঊ শুক্রবার ওডিশার ১১টি উপকূলবর্তী জেলাতেই ভারী বৃষ্টিপাত হবেঊ একইসঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়া।

শুধুমাত্র ওডিশা নয়, 'ফণী'-র আতঙ্কে এখন তটস্থ পশ্চিমবঙ্গওঊ পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে শুক্রবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছেঊ আবহবিদরা জানিয়েছেন, ওডিশা থেকে মুখ ঘুরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দিকে ঢুকে পড়বে 'ফণী'ঊ শক্তি খানিকটা কমলেও, 'ফণী'-র দাপটে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলিতে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছেঊ 'ফণী'-র মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারওঊ ঘূর্ণিঝড়ের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সকালে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছে মেয়র ফিরহাদ হাকিমঊ বৈঠক শেষে মেয়র জানিয়েছেন, ঝড়ের সময় তিনি নিজে উপস্থিত থাকবেন কন্টোল রুমেঊ এছাড়াও শুক্রবারের মধ্যে শহরের সমস্ত হোর্ডিং বিজ্ঞাপনদাতাদের খুলে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুরীর পর্যটকদের ফেরাতে স্পেশাল ট্রেন ও স্পেশাল বাস

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) : পুরীতে আটকে পরা পর্যটকদের কলকাতায় ফেরাতে স্পেশাল ট্রেন ও স্পেশাল বাসের ব্যবস্থা করল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার পুরী থেকে ধর্মতলা যেতে সারাদিনে পাঁচটি স্পেশাল বাস ছাড়ছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওডিশার মূল ভূখণ্ডে আছড়ে পড়তে চলেছে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ফণী । তার জেরে বাতিল হয়েছে ১০৩টি ট্রেন । ফণীর তাণ্ডবে ওডিশা উপকূল ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রশাসন পুরী থেকে পর্যটকদের ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছে। কলকাতার পর্যটকদের পুরী থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম ট্রেনটি বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টায় পুরী থেকে ছেড়েছে। সেই ট্রেন এসে পৌঁছবে শালিমার স্টেশনে। তাতে রিজার্ভ কামরা যেমন আছে, তেমনই রয়েছে অসংরক্ষিত কামরা। জেনারেল ও স্লিপার ক্লাস, দু'রকমেরই কোচ থাকবে। ট্রেন থামার কথা খুরদা রোড, ভুবনেশ্বর, কটক, কেওনঝর রোড, ভদ্রক, বালেশ্বর ও খড়্গপুরে। বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টা নাগাদ ট্রেনটি পৌঁছেছে ভুবনেশ্বরে।

বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে পুরীর সমুদ্রে ২টো জাহাজ মোতায়েন করা হয়েছে। পর্যটকদের পুরী থেকে নিয়ে আসার জন্য আরও দুটি বিশেষ ট্রেন চালু করেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। দুপুর ৩টে নাগাদ পুরী থেকে একটি বিশেষ ট্রেন রওনা দিয়েছে হাওড়ার দিকে। পাশাপাশি, সন্ধে ৬টা নাগাদ হাওড়াগামী আরও একটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিকে পুরীতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ঝড়বৃষ্টি । ওড়িশায় নির্বাচনী আচরণবিধি তুলে নেওয়া হয়েছে । গোপালপুর, চাঁদবালি ও পুরীর উপর দিয়ে 'ফণী' বয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ১৭০-১৮০ কিমি থেকে ঘণ্টায় ২০০ কিমির মধ্যে থাকবে। পুরী-হাওড়া ৫টি বাস ঘোষণা করা হয়েছে । প্রশাসনের তৎপরতায় পর্যটকদের বাড়ি ফিরিয়ে আনা হচ্ছে । সকাল নটায় ছেড়েছে প্রথম বাস। টিকিট কাটতে ভোর থেকেই পর্যটকদের লম্বা লাইন। কেউ জগন্নাথ দর্শন করেছেন। কারও আবার ফণী আতঙ্কে জগন্নাথ-দর্শন অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। অনেকে সমুদ্রেও নামতে পারেননি। আক্ষেপ নিয়েই এখন পুরী ছাড়ছেন পর্যটকরা। শুক্রবার ওডিশায় ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার আশঙ্কা। তার প্রভাব পড়বে এরাজ্যেও। আজ থেকেই রাজ্যের উপকূল এলাকায় ঝড়ের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তীব্র গতিতে উপকূলে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় । ৯০ থেকে ১১০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইছে বিশাখাপত্তনমে । সেই সঙ্গে চলছে তুমুল বৃষ্টি । তীব্র হাওয়া এবং বৃষ্টির জেরে রাস্তার ধারে উপচে পড়েছে গাছ এবং ইলেকট্রিক পোল । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে প্রস্তুত রয়েছে পুলিশ প্রশাসন । বিশাখপত্তনমে তীব্র গতিতে হাওয়া বইছে । বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । প্রাণ বাঁচাতে নিরাপদে আশ্রয় নিচ্ছেন সকলে ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের উপকূলীয় থানা এলাকা গুলোতেও জারি করা হয়েছে সতর্কতা । উপকূলীয় এলাকায় কাঁচা বাড়ির বাসিন্দাদের ইতিমধ্যেই ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে আনার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে । প্রতিটি ব্লকে খোলা হয়েছে কন্টোল রুম । মাঝি, পর্যটক, বাসিন্দাদের সতর্ক করতে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় দফায় দফায় চলছে মাইকিং । পর্যটকরা যাতে সুমদ্রে নামতে না পারেন, সেই জন্য ফ্রেজারগঞ্জে কোস্টাল থানার পক্ষ থেকে চলছে নজরদারি । ইতিমধ্যেই ২৫৪২৫ জনকে সরিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরানো হয়েছে । ৩০০১ টি ত্রান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে । জল, খাবার ও মেডিকল সরঞ্জামের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে । ২৫টি এনডিআরএফ টিম মোতায়ন করা হয়েছে ।

ফণীর দাপটে কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর, পুরীগামী বিভিন্ন বাসেই ফুটে উঠেছে আতঙ্কের ছবি। চালক থেকে যাত্রী- সবার মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছানোর বিষয়ে অনিশ্চয়তা। যাত্রীদের ওডিশা রওনা হওয়া নিয়ে চিন্তায় আত্মীয় পরিজনেরাও। বাস অপারেটরদের দাবি, ফণীর আশঙ্কা দেখলে মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়া হবে বাস। শক্তি বাড়িয়ে এগোচ্ছে সুপার সাইক্লোন ফণী। পুরী থেকে ৫৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান। কলকাতা থেকে ৯৪০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়। শুক্রবার দুপুরে ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়বে। ওড়িশার বারোটি জেলায় সতর্কতা জারি। শুক্রবার ওড়িশায় আছড়ে পড়ার পর ঘূর্ণিঝড় উপকূল ধরে বাংলার দিকে এগোবে। তার জেরে পূর্ব মেদিনীপুর, দুই চব্বিশ পরগনা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাজ্যের আট জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।শনিবার রাজ্যে বৃষ্টি বাড়বে বলেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাজ্য প্রশাসনের। নবান্নে কন্টোল রুম থেকে চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারি চলছে। আজ বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসছেন মুখ্যসচিব।

'ফণী' : বাতিল শিলচর-ত্রিবান্দ্রম, গুয়াহাটি-সেকেন্দ্রাবাদের মধ্যে চলাচলকারী চারটি ট্রেন

গুয়াহাটি, ২ মে (হি.স.) : প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'র জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের যাত্রায় এখনও বিশেষ প্রভাব পড়েনি। তবে পরিস্থিতির ওপর দৃষ্টি রেখে শিলচর-ত্রিবান্দ্রম এবং গুয়াহাটি-সেকেন্দ্রাবাদের মধ্যে চলাচলকারী চারটি যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এই তথ্য দিয়েছেন গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জ্যেষ্ঠ জনসংযোগ আধিকারিক নৃপেন ভট্টাচার্য।

তিনি জানান, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি লক্ষ্য রেখে দক্ষিণ ভারতে চলাচলকারি ট্রেনের যাত্রায় ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলকর্তৃপক্ষ।

এছাড়া চেন্নাই-ডিব্রুগড় এবং ডিব্রুগড় চেন্নাই এক্সপ্রেস বাতিল করা হলেও যাত্রীদের অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই দুই ট্রেন চলাচল পুনরায় চালু করা হয়েছে বলে জানান জ্যেষ্ঠ জনসংযোগ আধিকারিক নৃপেন ভট্টাচার্য।

তিনি আরও জানান, বিধ্বংসী ফণী-র সম্ভাব্য হামলায় ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে আজ ২ মে দেশের ১০৩টি ট্রেনের যাত্রা বাতিল করে দুটি দূরপাল্লার ট্রেনের দিক পরিবর্তন করেছে সংশ্লিষ্ট রেল কর্তৃপক্ষ। ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে প্রথমে ট্রেনের যাত্রা বাতিল করার পরামর্শ দিয়েছিল।

তদুপরি, নতিজতন, ভট্টক-ভূবনেশ্বর-পুরী-বিশাখাপট্টনমের অন্তর্ভুক্ত সব ট্রেনের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে।

ফণী ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, সেজন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেল থেকে ভূবনেশ্বর, পুরী, বিশাখাপট্টনম এবং দক্ষিণ ভারতের বহু অঞ্চলে যাতায়াতকারী বেশ কয়েকটি ট্রেনের যাত্রা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, জানান নৃপেন ভট্টাচার্য।

ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে যে-সব ট্রেন বাতিল করার পরামর্শ দিয়েছে সেগুলির তথ্য দিয়ে তিনি জানান, ১৫২২৭ যশবন্তপুর-মুজফফরপুর এক্সপ্রেস (১ মে, ২০১৯), ২২৮০৮ পুরাটসি থালাইওয়া ড় এমজি রামচন্দ্রন সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন-সন্ত্রগাসি এক্সপ্রেছ (২ মে, ২০১৯), ২২৮২৬ পুরাটসি থালাইওয়া ড় এমজি রামচন্দ্রন সেন্ট্রাল রেলওয়েস্টেশন-শালিমার এক্সপ্রেস (২ মে, ২০১৯), ২২৬১৩ পুরাটসি থালাইওয়া এমজি রামচন্দ্রন সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন-হলদিয়া এক্সপ্রেস (২ মে, ২০১৯), ১২৮৪০ পুরাটসি থালাইওয়া এমজি রামচন্দ্রন সেন্ট্রীল রেলওয়ে স্টেশন-হাওড়া মেইল (২ মে, ২০১৯), ২২৬৪১ ত্রিবান্দ্রম-শালিমার এক্সপ্রেস (২ মে, ২০১৯), ১২২৪৬ যশবন্তপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস (২ মে ২০১৯), ১২৮৬৪ যশবন্তপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস (২ মে, ২০১৯) ১২৮৪২ পুরাটসি থালাওয়া এমজি রামচন্দ্রন সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন-হাওড়া করমণ্ডল এক্সপ্রেস (৩ মে, ২০১৯)।

সাপ হাতে নিয়ে খেলার মাঝে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রিয়াঙ্কা

রায়বরেলি, ২ মে (হি.স.) : নির্বাচনী প্রচারে বেড়িয়ে বিষধর সাপ নিজের হাতে নিয়ে খেললেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। কিন্তু সাপের সঙ্গে খেললেও তাঁর লক্ষ্য যে বিজেপিকে হারানো তা স্পষ্ট করে দিলেন। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-কে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে এমন অভিযোগ তুলেছে সমাজবাদী পার্টি এবং বহুজন সমাজ পার্টি। এর উত্তরে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা বলেন, মৃত্যুবরণ করব কিন্তু কোনও ভাবেই বিজেপির সুবিধা করে দেব না।

বৃহস্পতিবার নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে উত্তরপ্রদেশে রায়বরেলির কুচারিয়া গ্রামে সাপুড়েদের সঙ্গে দেখা করেন প্রিয়াঙ্কা। তাদের অভাব, অভিযোগ মন দিয়ে শোনেন তিনি। তারপর একটি সাপকে নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে খেলা করেন। রাজীব কন্যার এই দৃশ্য দেখে হতবাক সাধারণ মানুষ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত জনতা তাঁকে সতর্ক করলেও তিনি বলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা বলেন, কংগ্রেস নিজের শক্তির দিয়ে এই নির্বাচন লড়ছে। বেশির ভাগ আসনেই জোরদার টক্কর দেবে কংগ্রেসপ্রার্থীরা। মৃত্যুবরণ করব কিন্তু কোনও ভাবে বিজেপি-কে সুবিধা করে দেব না।

বিজেপিকে লড়াই দেওয়ার মতো প্রার্থী দাড় করিয়েছে কংগ্রেস। বিজেপি ভোট কাটতে সমর্থ হবে এই প্রার্থীরা।

যে আদর্শ দেশকে ধ্বংস করে ছাড়ছে সেই আদর্শকে হারাতে হবে। এই লড়াই ভারতের আত্মা এবং আদর্শ রক্ষার লড়াই। যে আদর্শের জন্য আমার পরিবার লড়াই করেছে, যে আদর্শের উপর ভিত্তি করে ভারতের গঠন হয়েছে সেই আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

রায়বরেলি লোকসভা কেন্দ্রের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা বলেন, '১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমার মা এখানে সাংসদ ছিল। উন্নয়নের যে কাজ তিনি করে গিয়েছেন, তাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।'

প্রকাশিত সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফল

৪৯৯ নম্বর পেয়ে শীর্ষে হংসিকা ও করিশ্মা

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.): প্রকাশিত হল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফলঊ বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ প্রকাশিত হল ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফলঊ ৪৯৯ নম্বর পেয়ে সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন হংসিকা শুক্লা এবং করিশ্মা আরোরাঊ গোটা দেশে সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় পাশের হার ৮৩.৪ শতাংশ। সিবএসই দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় শীর্ষ তিনটি রিজিওন হল যথাক্রমে, কেরলের ত্রিবান্দ্রম (৯৮.২ শতাংশ), তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাই (৯২.৯৩ শতাংশ) এবং দিল্লি (৯১.৮৭ শতাংশ)ঊ সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় গোটা দেশের মধ্যে যুগ্ম প্রথম হয়েছেন উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের হংসিকা শুক্লা এবং উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগরের করিশ্মা আরোরাঊ সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় এবার মেয়েদেরই জয়জয়কারঊ যুগ্ম প্রথম হয়েছেন দু'জন ছাত্রীঊ এছাড়াও দ্বিতীয় স্থান দখল করেছেন তিনজন ছাত্রীঊ ৫০০-র মধ্যে ৪৯৮ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশের গৌরাঙ্গী চাওলা, উত্তর প্রদেশের রায়বরেলির ঐশ্বর্য্য এবং হরিয়ানার জিন্দ-এর ভাব্যঊ তৃতীয় স্থান দখল করেছে ১৮ জন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দিল্লির নীরজ জিন্দল এবং মেহক তালওয়ারঊ সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরঊ শুভেচ্ছা বার্তায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, 'সিবিএসই দ্বাদশ শ্রণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে অভিনন্দনঊ ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা রইল।

মেধার পরিচয় দিয়ে সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় ৯৬.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ছেলে পুলকিত কেজরিওয়ালঊ নয়ডা সেক্টর-৩০-এর দিল্লি পালবিক স্কুলের ছাত্র পুলকিতঊ সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল জানা যাচ্ছে সিবিএসই-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ত্বত্নন্ত্রন্ত্রন্ডন্ঠ্ন্.দ্ধত্ত্বদ্র. থেকেঊ প্রসঙ্গত, সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে।

মানিক সরকারের

● প্রথম পাতার পর

সাফ জানিয়েছেন তিনি।

এদিন ভাষণে মানিক সরকার বিজেপিকে কড়া ভাষায় নিশানা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, দেশে আজ গণতন্ত্র আক্রান্ত। সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করার প্রয়াস চলছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, রাজ্যে ১১ এপ্রিল ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে লোকসভা নির্বাচনে ভোট ডাকাতি করেছে শাসক দল বিজেপি। ঠিক একই ভাবে, প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে কেন্দ্রেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে বিজেপি। তিনি জোর গলায় বলেন, মানুষের উপর আস্থা নেই, তাই ত্রিপুরায় বাঁকা পথে ভোটে জেতার কৌশল নিয়েছে শাসক দল। তাতে, নির্বাচন কমিশনও মদত দিচ্ছে বলে তিনি সরাসরি অভিযোগ না করলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিম আসনে নির্বাচনের ২০ দিন সমাপ্ত হয়েছে। অথচ ভোট কারচুপির বহু অভিযোগ জানানো এবং প্রমাণ পাওয়া সত্বেও নির্বাচন কমিশন পুনঃ নির্বাচনের ঘোষণা দিচ্ছে না।

মানিক সরকার কটাক্ষের সুরে বলেন, ঘুরপথে ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব নয়। মানুষ আমাদের পাশে রয়েছেন। তাই, লড়াই করেই জয়ী হতে হবে।

এদিন তিনি বিজেপিকে নিশানা করলেও কংগ্রেস সম্পর্কে অনেকটাই সুর নরম রেখেছেন। তাঁর কথায়, নীতির প্রশ্নে কংগ্রেসের সাথে অবস্থানগত ফারাক রয়েছে ঠিকই। কিন্তু, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে কংগ্রেসও কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের লড়াইয়ে ঝাপিয়েছে। তাই, লক্ষ্যে পৌছানো পর্যন্ত একইভাবে লড়াই জারি রাখবে সিপিএমও। এদিন তিনি মুখ ফসকে বলেও ফেলেছেন, রাজ্যেও সরকার পরিবর্তন হবে, তার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও এই স্বপ্নে বিভোর থাকা চলবে না। তাহলে, মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটবে।

আসনের আরও

● প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, ১১ এপ্রিল ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে ভোট কারচুপির অভিযোগ আজ কার্য্যত স্বীকার করে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসারকে সরিয়ে দিয়ে কমিশন প্রমাণ করেছে ভোটে কারচুপি হয়েছে। প্রদ্যুতের বক্তব্য, পশ্চিম আসনে ভোট সুষ্ঠু ও অবাধ হয়েছে দাবি করেছিলেন রিটার্নিং অফিসার। কিন্তু, দিন যত গড়িয়েছে, ভোট কারচুপির তত প্রমাণ মিলেছে। তাঁর দাবি, খোদ রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্টে ৪৩৩টি বুথে গড়মিলের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন দেখতে হবে, পশ্চিম আসনে পুনঃ নির্বাচন নিয়ে কমিশন কি অবস্থান নেয়।

এদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের রির্টানিং অফিসার (আর-ও) সন্দীপ এন মহাত্মেকে যাবতীয় নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। কমিশনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্ট।

আজ সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এ-কথা জানান ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিজন ধর। আগরতলার মেলারমাঠ এলাকায় সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির অফিসে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে ফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিজনবাবু জানান, পশ্চিম আসনের রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের তরফে একাধিকবার নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছিলো। এমন-কি তাঁকে নির্বাচনের কাজ থেকে সরানোর দাবিও জানিয়েছিলেন তাঁরা। পশ্চিম আসনের রিটার্নিং অফিসারকে সরানোর অর্থ হচ্ছে গত ১১ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে তা প্রমাণিত। তাই আজও বিজন ধররা সম্পূর্ণ পশ্চিম আসনে পুনর্ভোটের দাবি জানাচ্ছেন।

অপরদিকে, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের আর-ও বিকাশ সিংকে পশ্চিম আসনের দায়িত্বে এনেছে নির্বাচন কমিশন। যেহেতু পশ্চিম আসনের তুলনায় পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের নির্বাচন অনেকটাই অবাধ হয়েছে, তাই তাঁরা আশা ব্যক্ত করছেন পশ্চিম আসনে পুনর্ভোটে হলে তা তুলনামূলকভাবে ভালো হবে, আশা ব্যক্ত করেছেন বিজন ধর। সেই সঙ্গে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোটের গণনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে একজন দায়িত্বশীল রিটার্নিং অফিসার নিয়োজিত করতেও দাবি জানান তিনি।

জরুরী পরিষেবা

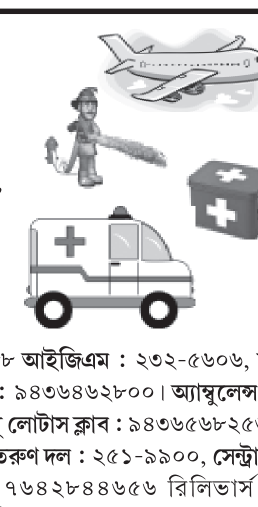

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধৃত ৫

● প্রথম পাতার পর

করেছে। তিনি আরও জানান, মোট ৯ গ্রাম ৮২ ইক্ষনিট ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৭৬ হাজার ৯৪০ টাকা হবে। এদিকে, পুলিশ বাড়ির পাশে জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে গাঁজা ও সিরিঞ্জ উদ্ধার করেছে। এসডিপিও উত্তম বনিকের কথায়, টুটন দাস সহ ধৃত বাকি তিনজনকে আগামীকাল উদয়পুর স্পেশাল কোর্টে তোলা হবে।

এদিকে, কলসীমুড়া ও খান সীমান্তে বিএসএফ প্রচুর গাঁজা উদ্ধার করেছে। বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আধিকারীক সঞ্জিব কুমার জানিয়েছেন, কলমছড়া থানাধীন কলসীমুড়া সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানরা ৬টি প্লাস্টিকের ব্যাগে ৬৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। ওই গাঁজা বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল পাচারকারীরা। বিএসএফ জওয়ানদের দেখে তারা গাঁজা ফেলে পালিয়ে গেছে।

অন্যদিকে, একই থানাধীন খান সীমান্তে বিএসএফ ৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় পাচারকারীরা বিএসএফ-কে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু, নন-ল্যাথেল বন্দুক দিয়ে বিএসএফ পাচারকারীদের মোকাবিলা করেছে। সঞ্জিব কুমার জানান, মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে অবস্থা বেগতিক বুঝে পাচারকারীরা গাঁজা ফেলে পালিয়ে যায়। উভয় স্থানে উদ্ধার গাঁজা কলমছড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

এদিকে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে পাচার বন্ধ করতে পারছে না বিএসএফ। তবে, দফাওয়ারী অভিযানে পাচার সামগ্রী উদ্ধার জারি রেখেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। ত্রিপুরায় পি আর বাড়ি থানাধীন রাধানগর বিওপি'র জওয়ানরা ইয়াবা টেবল্যাট, গাজা উদ্ধার করেছে। এছাড়া, পানীসাগর ও উদয়পুরে চারটি স্থানে পাচারের সময় গবাদী পশু উদ্ধার করেছে বিএসএফ।

রাজ্যের তিন দিক থেকে বাংলাদেশ সীমান্তে ঘেরা। সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ করা হলেও এখনো কিছু অংশ উন্মুক্ত রয়েছে। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে সীমান্তে টহলদারীতে গাফিলতির কারণে কাঁটা তারের বেড়া কেঁটে পাচার বাণিজ্য চালাচ্ছে পাচারকারীরা। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে বিএসএফের অভিযানে পাচার সামগ্রী উদ্ধার হচ্ছে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে।

পিআর বাড়ি থানাধীন রাধানগর বিওপি'র জওয়ানরা মঙ্গলবার রাতে ৩৮০টি ইয়াবা টেবল্যাট এবং ২২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আধিকারীক সঞ্জিব কুমার জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর আসে সীমান্ত দিয়ে পাচার বাণিজ্য হচ্ছে। এমনিতেই জওয়ানরা সীমান্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে সতর্ক হয়ে যান। রাধানগর বিওপি'র জওয়ানরা সীমান্ত এলাকায় তল্লাশী শুরু করলে বিএসএফ জওয়ানদের দেখে পাচারকারী রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পাচার সামগ্রী ফেলে পালিয়ে যায়। সঞ্জিব কুমার জানিয়েছেন, উদ্ধার পাচার সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। তিনি আরও জানান, সমস্ত পাচার সামগ্রী পি আর বাড়ি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, বাংলাদেশে পাচারের সময় পানিসাগর এবং উদয়পুরে চারটি স্থানে ২৪টি গবাদি পশু উদ্ধার হয়েছে। বিএসএফ আধিকারীক জানিয়েছেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে গবাদি পশু সংগ্রহ করে বাংলাদেশে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পানিসাগর এবং উদয়পুরে বিএসএফ-র নজরে আসে বিষয়টি। মোট চারটি স্থানে ২৪টি গবাদি পশু উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি জানান, ২৪টি গবাদি পশুর আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা হবে। তিনি আরও জানান, গবাদি পশু উদ্ধার সম্ভব হলেও পাচারকারীদের আটক করা সক্ষম হয়নি বিএসএফ।

তাঁর কথায়, পাচার বাণিজ্য বন্ধে বিএসএফ সর্বদাই সজাগ। তবুও, পাচার বাণিজ্য বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে, নজরদারী জারী রাখার পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রেই বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে বিএসএফ, জানান তিনি।

দাবি রাজীব শুক্লার

আটের পাতার পর

উল্লেখ্য, বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, ২৬/১১ মুম্বই হামলার পর যখন সেনাবাহিনী হামলা চালাতে চেয়েছিল তখন তাদের বাধা দিয়েছিল ইউপিএ সরকার। তার পাল্টা এমন দাবি করলেন রাজীব শুক্লা।

পদক্ষেপ ইডির

আটের পাতার পর

সালের ডিসেম্বরে অনেকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ইডি। মোট ১৯৩ কোটি ছয় লক্ষ টাকা পাচারের অভিযোগ উঠেছিল ওই সকল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে।

সেই তালিকায় বিতর্কিত ধর্ম প্রচারক জাকির নায়েকের নাম ছিল। বৃহস্পতিবার ওই সকল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রসেকিউশন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এই মামলায় এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই ধরনের অভিযোগ করা হল। তবে প্রথম অভিযোগের সময়ে তালিকায় জাকির নায়েকের নাম ছিল না। এবার যা যুক্ত হল। সেই অর্থে জাকিরের বিরুদ্ধে এটিই প্রথম প্রসেকিউশন অভিযোগ। দীর্ঘ দিন ধরে দেশের বাইরে রয়েছে বিতর্কিত ধর্ম প্রচারক জাকির নায়েক। তার বিরুদ্ধে ধর্মান্তরকরণ, সন্ত্রাসে উৎসাহ এবং টাকা পাচারের মতো মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যেই লুক আউট নোটিশ জারি করা হয়েছে। আর্থিক তছরুপ এবং টাকা পাচার সংক্রান্ত মামলার তদন্তে নেমে জাকিরের ৫০.৪৬ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গত মার্চ মাসে জাকির ঘনিষ্ঠ আবদুল করিম নাজমুদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভারতে জাকিরের হয়ে এই ব্যক্তিই সব কাজ পরিচালনা করছিল বলে অভিযোগ।

অরুণ জেটলি

পাচের পাতার পর

কার্যালয় বসে সাংবাদিকদের এমনই জানালেন অরুণ জেটলি।

মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিতরকণ আদতে যে ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য। সেই বিষয়ে আলোকপাত করে অরুণ জেটলি বলেন, মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি তালিকাভুক্ত করেই গোটা প্রক্রিয়া শেষ হচ্ছে না। এর ফল পাকিস্তান এবং মাসুদ আজাহারকে ভোগ করতে হবে।

মাসুদ আজাহারের আন্তর্জাতিক জঙ্গি তকমা দেওয়ার বিষয়টি কোনও বড় ঘটনা নয় বলে দাবি করেছিল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে অরুণ জেটলি বলেন, এই বিষয়ে গোটা দেশের গর্বিত হওয়া উচিত। সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করা উচিত। যখন দেশ জেতে, তখন প্রতিটি দেশবাসীর জয় হয়। দুঃখের বিষয়ে বিরোধী দলের নেতারা এর শরিক হতে চাইছে না। কারণ তারা মনে করছে এর এমন করলে তাদের রাজনৈতিক মূল্য চোকাতে হবে। কংগ্রেস বিষয়টিকে বড় ঘটনা নয় বলেছে, তা দুর্ভাগ্যজনক। জাতীয় সুরক্ষা এবং বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

জানাল আমেরিকা

তিনের পাতার পর

রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হিসেবে পাকিস্তানও এবার মাসুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্যঊ অবিলম্বে মাসুদকে গ্রেফতার করে জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) জঙ্গি সংগঠনের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে পাকিস্তানকে।

নালিশ বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

সচিবকে লেখা চিঠি জুড়ে দিয়েছে বিজেপি। মুখ্য নির্বাচন আধিকারীকের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছে বিজেপি।

বিদ্যুৎ কর্মী

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। কলাছড়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, রাইধন ত্রিপুরার হাতে এবং কোমড়ে প্রচন্ড আঘাত লেগেছে।

এদিকে, এই ঘটনার স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরকে দায়ী করেছেন স্থানীয় জনগণ। বিদ্যুতের লাইন মেরামতির সময় এধরনের গাফিলতি কিভাবে হল তা তদন্ত করে দোষীর শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। জনৈক গ্রামবাসীর বক্তব্য, বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে ভিষণ গাফিলতি হচ্ছে। বিদ্যুতের লাইন খারাপ হলে দীর্ঘ সময় পর তা মেরামত করা হচ্ছে। বিশেষ ঝড় তুফান হলেই বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। মূলত, বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনে সংস্কারের অভাবেই এধরনের ঘটনা ঘটছে বলে দাবি গ্রামবাসীর। জানা গিয়েছে, রাইধন ত্রিপুরা ঠিকেদারের অধীন কর্মরত ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করার দাবি উঠেছে।

সেরা কৃষ্ণার্পিতা

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে ১৭ জন ছাত্র ছাত্রী ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। ৮০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে ৩৫ জন ছাত্র ছাত্রী। ৬০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত নম্বর পেয়েছে ৩৫ জন ছাত্র ছাত্রী। স্কুলের কলা বিভাগে ৯৩.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে সপ্তদীপ ঘোষ বণিক। ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে শতাব্দী বসাক। তৃতীয় স্থানাধিকারী অরিত্রিকা ধরের প্রাপ্ত নম্বর ৯১.৪ শতাংশ। কলা বিভাগে মোট ১৯ জন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে ১৫ জন প্রথম বিভাগে পাশ করেছে এবং বাকিরা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে। স্কুলের বাণিজ্য বিভাগে ৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। এদের মধ্যে ৮২.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে দেবজ্যোতি দেবনাথ। এই অসাধারণ সাফল্যে স্কুলের অধিকর্তা দীনবন্ধু দাস ও অন্য শিক্ষক শিক্ষিকারা পরীক্ষার্থী ছাত্র ছাত্রীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন।

এক প্রেস বিবৃতিতে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বিজ্ঞান বিভাগের ৫০ জন ছাত্র ও কলা বিভাগের ১২ জন ছাত্রের মধ্যে ৬১ জন প্রথম বিভাগে পাশ করেছে।

বিজ্ঞান বিবভাগে সর্বোচ্চ নম্বর (মোট ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪৭৭ অর্থাৎ ৯৫.৪ শতাংশ) পেয়েছে অর্ণব চক্রবর্তী ছাড়াও ৯৪.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে দিপ্তনু মন্ডল। বিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থানাধিকারী সোমরাজ মজুমদার শতকরা ৯৪.৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে।

কলাবিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর (মোট ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪৪৭ অর্থাৎ ৮৯.৪ শতাংশ) পেয়েছে আজো লিংগি। কলাবিভাগের ১২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১ জন প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। উভয় বিভাগ মিলিয়ে সর্বমোট ফলাফলের ভিত্তিতেঃ ১২ জন ছাত্র ৯০ শতাংশের বেশী নম্বর পেয়েছে। ৩৪জন ছাত্র ৮০ শতাংশের বেশী নম্বর পেয়েছে। মোট ৪৬ জন ছাত্র ৭৫ শতাংশের উপরে মার্কস পেয়েছে।

ইংরেজীতে সর্বোচ্চ নম্বর ৯৪, গণিতে ৯৯, পদার্থবিদ্যায় ৯৭, রসায়নে ৯৭, জীববিদ্যায় ৯৫, ইনফরমেটিক্স প্র্যাক্টিসেস্ এ ৯৯, ইতিহাসে ৯৬, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৫, ভুগোলে ৯৭, এবং অর্থনীতিতে ৮৩।

ইংরেজীতে ৪৫টি লেটার, গণিতে ১৬টি লেটার, পদার্থবিদ্যায় ২০টি লেটার, রসায়নে ৩১ টি লেটার, জীববিদ্যায় ২২টি লেটার, ইনফরমেটিক্স প্র্যাক্টিসেস এ ১৩টি লেটার, ইতিহাসে ৫টি, ভুগোলে ৫টি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৪টি এবং অর্থনীতিতে ১ টি লেটার অর্থাৎ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা মোট ১৬২টি লেটার পেয়েছে।

দিল বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

শুধু নরেন্দ্র মোদী। রতনের দাবি, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মোদি আসার আগে ভারত ১১তম স্থানে ছিল, এখন কয়েক ধাপ উপরে উঠে হয়েছে ৫ম স্থান। তাঁর আরও দাবি, ২০২৩ পর্যন্ত মোদি ক্ষমতায় থাকলে ভারত আর্থিক দিক দিয়ে সারা বিশ্বে তৃতীয় স্থানে পৌছে যাবে। সাথে যোগ করেন, যদি ২০২৮ পর্যন্ত মোদি ক্ষমতায় থাকেন তাহলে বিশ্বের এক নম্বর আর্থিক শক্তিশালী দেশ হতে ভারতকে কেউ আটকাতে পারবে না।

আজ রতন লাল নাথ বিজেপি জোট সরকারের সাফল্য তুলে ধরেই থেমে থাকেননি। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণকে উদ্দেশ্য করে তাঁর কড়া হুশিয়ারী, চক্রান্তকারীরা সতর্ক হোন। কারণ, মানুষ এখন ভীষণ সচেতন, জাগ্রতও। তাঁর কথায়, আমরা আই হাতে নেব না। বিজেপি কর্মীদেরও বলব আইন হাতে নেবেন না। কিন্তু, মানুষ আইন হাতে নিলে আমরা দায়ী থাকব না। রতন লাল নাথের সাফ কথা, চক্রান্ত ধরা পড়লে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। নোংরা রাজনীতির বদলে গঠনমূলক আলোচনা এবং শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টিতে সাহায্যের জন্য বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন তিনি।

সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রতন লাল নাথ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারীকের বিরুদ্ধে চাচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি মুখ্য নির্বাচন আধিকারীককে চাক্রান্তের নায়ক বলে বিঁধেছেন। রতন লাল নাথের কথায়, ব্যক্তি স্বার্থ কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে নেমেছেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক শ্রীরাম তরুণীকান্তি। তিনি মনে করেন, সিপিএম ও কংগ্রেসের সাথে গোপন আতাত রয়েছে মুখ্য নির্বাচন আধিকারীকের। নইলে, পুনঃ নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এত দেরী হওয়ার কথা নয়। তিনি অভিযোগ তুলে বলেন, নির্বাচনের ইতিহাসে পুনঃ নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত এতদিন ঝুলে রয়েছে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ঘূর্ণিঝড় ফণী : উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী, প্রস্তত নৌবাহিনী-এনডিআরএফ

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.): সময় যত এগোচ্ছে, হাওয়ার গতিবেগও ক্রমশই বাড়ছেঊ সমুদ্রের জল উত্তালঊ উতন্ঠায় রয়েছেন ওডিশা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলার মানুষজনঊ এমতাবস্থায় ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'-র প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক্যাবিনেট সচিব, প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সচিব, প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রিন্সিপাল সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং আইএমডি, এনডিআরএফ, এনডিএমএ এবং পিএমও দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরাঊ

ঘূর্ণিঝড় 'ফণী' আছড়ে পড়ার পর পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে উপকূলরক্ষী বাহিনীওঊ পূর্ব কোস্ট গার্ড-এর আইজি পরমেশ জানিয়েছেন, এনডিআরএফ এবং রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে উপকূলরক্ষী বাহিনীঊ গত ২৫ এপ্রিল থেকেই আমাদের জাহাজ এবং এয়ারক্রাফ লাগাতার পেট্রোলিং করছেঊ

শুক্রবারই ওডিশায় আছড়ে পড়তে চলেছে ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'ঊ আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইতিমধ্যেই নীচু এলাকা থেকে প্রায় ৮ লক্ষ মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছেঊ শুধুমাত্র ওডিশা নয়, 'ফণী'-র আতঙ্কে এখন তটস্থ পশ্চিমবঙ্গওঊ পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে শুক্রবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছেঊ আবহবিদরা জানিয়েছেন, ওডিশা থেকে মুখ ঘুরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দিকে ঢুকে পড়বে 'ফণী'ঊ শক্তি খানিকটা কমলেও, 'ফণী'-র দাপটে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলিতে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছেঊ 'ফণী'-র মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

'ফণী' : ওডিশায় আটক শতাধিক তীর্থযাত্রীকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা অসম সরকারের

গুয়াহাটি, ২ মে (হি.স.) : ওডিশার অসম যাত্রী নিবাসে আটক শতাধিক তীর্থযাত্রী এবং পর্যটককে সুরক্ষিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার।

রাজ্যের অর্থ-স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা বৃহস্পতিবার বিকেলে এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে ওডিশা থেকে আটক সব তীর্থযাত্রী এবং পর্যটককে সম্পূর্ণ সুরক্ষা দিয়ে অসমে আনতে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরী থেকে প্রথম বিশেষ ট্রেন আজ বেলা ১২টায় যাত্রা করেছে। সেভাবে দ্বিতীয় বিশেষ ট্রেনও বেলা তিনটায় পুরী থেকে হাওড়ার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছে। এছাড়া হাওড়ার উদ্দেশে তৃতীয় বিশেষ ট্রেন সন্ধ্যা ৬-টায় যাত্রা করবে, জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বিশেষ ট্রেনগুলি খুরদা রোড, ভুবনেশ্বর, কটক, জয়পুর কেওনঝাড় রোড, ভদ্রক, বালেশ্বর এবং খড়গপুর স্টেশনে দাঁড়াবে।

প্রসঙ্গত, ওডিশা উপকূলের দিকে দ্রুত গতিতে শক্তিশালী প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'ফণী' ধেয়ে আসার পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার মধ্যে আসাম হাউসের কোঠা খালি করতে অসমের সব তীর্থযাত্রীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নির্দেশ পেয়ে মাথায় বজ্রপাত পড়ার মতো উপক্রম হয় তাঁদের।

এদিকে অসমগামী বেশ কয়টি দূরপাল্লার ট্রেনও ইতিমধ্যে বাতিল করেছে কর্তৃপক্ষ। ওডিশার আসাম হাউস কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আটক তীর্থযাত্রীদের আগামী ৪ মে অসমে ফেরার কথা ছিল। তাদের জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই সব বাসে তাঁরা কলকাতায়ও যেতে পারেন।

সূত্রটি জানিয়েছে, আসাম হাউস ছাড়াও ওডিশার বেশ কয়েকটি হোটেলে বর্তমানে অবস্থান করছেন অসমের প্রায় শতাধিক পর্যটক। তাঁদেরও হোটেল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের সরকার। তবে কেবল অসমের পর্যটক নন, দেশ বিদেশের অন্য পর্যটককেও একইভাবে নিরাপত্তাজনিত কারণে উপকূলবর্তী এলাকা থেকে সরে যেতে বলা হয়েছে। সূত্রটি বলেছে, আজ বিকেলের আগেই অতিথিশালার বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং জল সরবরাহ কর্তন করা হবে। ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'র জন্য সতর্কতাজনিত কারণে ওড়িশার উপকূলীয় অঞ্চলে লাল সংকেত জারি করা হয়েছে।

বিজেপি এবং কংগ্রেস মধ্যে আঁতাত রয়েছে, দাবি মায়াবতীর

লখনউ, ২ মে (হি.স.) : বি আর আম্বেদকরকে নিয়ে রাজনীতি করেছে বিজেপি এবং কংগ্রেস। দুই দলের মধ্যে রাজনৈতিক অঁতাত রয়েছে। জনগণকে বিভ্রান্ত করে সমাজবাদী পার্টি এবং বহুজন সমাজ পার্টিকে হারাতে চাইছে বলে বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী।

এদিন মায়াবতী বলেন, কংগ্রেস এবং বিজেপি একই কাপড় দিয়ে তৈরি। কংগ্রেসকে ভোট না দিয়ে এবং বিজেপির জয় নিশ্চিত করতে মহাজোটকে ভোট দেওয়া দিন। পাশাপাশি বি আর আম্বেদকরকে নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে বলে দাবি করে মায়াবতী বলেন, বিজেপি, কংগ্রেস আম্বেদকরকে নিয়ে নির্বাচনী রাজনীতি করছে। আম্বেদকর হচ্ছেন বিএসপি আত্মা। উল্লেখ্য, বুধবার আম্বেদকর নগরের এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, বি আর আম্বেদকরের আদর্শের ঠিক বিপরীত পথে চলেছেন মায়াবতী। এর পাল্টা বৃহস্পতিবার মায়াবতী বলেন, আম্বেদকরজির আদর্শ মেনেই বিএসপি কাজ করে চলেছে। আম্বেদকরজি আদর্শে চলার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কংগ্রেস এবং বিজেপি।

দুশ্চিন্তায়

● প্রথম পাতার পর

উত্তীর্ণ সাহে ডিএলএড কোর্স করা আবশ্যিক। কিন্তু, ন্যাশনাল ওপেন স্কুলের গাফিলতির কারণে রাজ্যের প্রায় ৫০ শতাংশ এসএসএ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে এখনো মার্কশিট এসে পৌছায়নি। এমনকি ডিএলএড কোর্সও সমাপ্ত হয়নি। ফলে, চাকুরী নিয়ে ভিষণ চিন্তায় রয়েছেন ওই শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

বাস্তবের কথায়, সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত প্রচুর চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বাদশ মান উত্তীর্ণ বা দ্বাদশের মার্কস ৫০ শতাংশ করার জন্য ওপেন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। তাতে, ডিএলএড কোর্স একই সাথে করা যাবে তা ভেবেছিলেন। যথারীতি ক্লাশে যোগ দেওয়া এবং পরীক্ষাও দিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কিন্তু, অনেকেরই পরীক্ষার ফল এখনো ঘোষণা হয়নি। তিনি জানান, দেখা গিয়েছে প্রচুর শিক্ষকের পরীক্ষার ফলাফল আটকে রেখেছে কিংবা তাঁরা পরীক্ষায় অনুপস্থিত বলা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, অনেকেই বাংলা বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েও রেজাল্টে অনুপস্থিত দেখাচ্ছে। পাশাপাশি, টিউটর মার্কস সাইনমেন্ট(টিএমএ) এখনো ঘোষণা করেনি ওপেন স্কুল। অনেকের টিএমএ অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে।

বাস্তব দেববর্মা বলেন, ৩১ মার্চ সময়সীমা সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু, আজ পর্যন্ত এসএসএ চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারছে না। তিনি বলেন, স্বচ্ছতার সাথে পরীক্ষা দিয়েও এখন প্রচুর শিক্ষিক-শিক্ষিকা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, চাকুরী নিয়েও তাঁরা চিন্তায় পড়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ওপেন স্কুলের চরম গাফিলতির কারণেই এই ভোগান্তি হচ্ছে। তাই, ওপেন স্কুলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। কিন্তু, কোন সুরাহা আজ পর্যন্ত হয়নি।

বাস্তব জানিয়েছেন, উপায় না দেখে এখন এই বিষয়গুলি ন্যাশনাল পেন স্কুলের চেয়ারম্যানের দৃষ্টিতে নিয়েছি। এসএসএ শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করে তাঁর কাছে চিঠি পাঠিয়েছি। পাশাপাশি, শিক্ষা মন্ত্রী, ওপেন স্কুলের আঞ্চলিক অধিকর্তা এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযানের প্রজেক্ট ডিরেক্টরকেও জানিয়েছি। তাঁর কথায়, শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান না হলে প্রচুর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পথে বসতে হবে।

এমসিসির প্রথম এশিয়ান সভাপতি সাঙ্গাকারা

ক্রিকেটের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব যা এমসিসি নামেই সর্বাধিক পরিচিত। এই সংস্থার এ যাবৎকালে যত জন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন অবাক করার মতো হলেও সত্য তারা সবাই বৃটিশ বংশধর। এবারই প্রথম কোনো এশিয়ান এক কথায় 'নন বৃটিশ' সভাপতি নির্বাচন করলো এমসিসি।

লঙ্কান কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারা এমসিসির নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১২ সালে লর্ডসে অবস্থিত এমসিসির আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হয় সাঙ্গাকারাকে। ক্লাবটির বৈশ্বিক ক্রিকেট কমিটিরও সদস্য তিনি। এবার তাকেই নির্বাচন করা হলো সভাপতি হিসেবে।

১ মে লর্ডসে অনুষ্ঠিত এমসিসির বার্ষিক সাধারণ সভায় সাঙ্গাকারাকে এ পদে অধিষ্ঠ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী ১ অক্টোবর থেকে ক্লাবটির প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব বুঝে নেবেন এই সাবেক লঙ্কান ক্রিকেটার। এমসিসির নিয়ম ও প্রথা অনুযায়ী এক বছরের জন্য সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন তিনি। আগামী ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সম্মানজনক এই দায়িত্ব পালন করবেন সাঙ্গাকারা।

এমসিরির বর্তমান প্রেসিডেন্ট অ্যান্থনি রেফোর্ড শুক্রবার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে কুমার সাঙ্গাকারার নাম ঘোষণা করেন। সম্মানজনক দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত সাঙ্গাকারা বলেন, 'এমসিসির পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়াটা বিশাল সম্মানের ব্যাপার। এ পদে কাজ করতে মুখিয়ে আছি আমি। আমার মতে, মাঠ ও মাঠের বাইরে ক্রিকেটের উন্নয়নে এমসিসি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট ক্লাব। ২০২০ সাল ক্রিকেটে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ একটা বছর হতে যাচ্ছে, বিশেষ করে লর্ডসে। এমসিসির প্রেসিডেন্ট হিসেবে এর অংশ হতে পারব ভেবেই আমি রোমাঞ্চিত।'

শ্রীলঙ্কার হয়ে ১৩৪টি টেস্ট, ৪০৪টি ওয়ানডে এবং ৫৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে অংশ নিয়েছেন সাঙ্গাকারা। টেস্ট ইতিহাসের ষষ্ঠ সর্বোচ্চ রানের মালিক সাঙ্গাকারার মোট টেস্ট রান ১২,৪০০। অন্যদিকে, ১৪,২৩৪ রান করে ওয়ানডের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকার দুইয়ে আছেন তিনি। তার সামনে আছেন কেবল ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার।

লিভারপুলের মাঠে কঠিন ম্যাচের অপেক্ষায় মেসি

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে ঘরের মাঠে পাওয়া বড় জয়ে শেষ চারের লড়াই শেষ হয়নি বলে মনে করেন বার্সেলোনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি। তার সঙ্গে একমত কাতালান দলটির কোচ এরনেস্তো ভালভেরদেও। প্রতিযোগিতার গত আসরের শেষ আটে রোমার বিপক্ষে প্রথম লেগে বড় জয়ের পর ফিরতি পর্বে হেরে ছিটকে যাওয়ার স্মৃতি মাথায় রেখে সতর্ক থাকছেন তিনি।

কাম্প নউয়ে বুধবার প্রথম লেগে লিভারপুলকে ৩-০ গোলে হারায় বার্সেলোনা। ২৬তম মিনিটে স্বাগতিকদের প্রথম গোল এনে দেন লুইস সুয়ারেস। দ্বিতীয়ার্ধের দুই গোলে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন মেসি। লিভারপুলকে গোলশূন্য রাখতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড।

"বল দখলে না থাকাটায় আমরা অভ্যস্ত নই। আমাদের কিছুটা সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কিন্তু এভাবেই খেলাটা গড়াচ্ছিল এবং যে কোনোভাবেই হোক আমাদের একটা পথ খুঁজে বের করতে হতো। তারা গোল করতে পারেনি এবং সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।"

"প্রথমার্ধে আমরা তুলনামূলক ভালো খেললাম। দ্বিতীয়ার্ধে তারা ভালো চাপ তৈরি করল। কিন্তু তারা খুব বেশি সুযোগ পেল না। অবশ্যই, তারা একটা গোল পেতে চাইছিল, প্রতিপক্ষের মাঠে একটা গোল অনেক বড় ব্যাপার। আমরা একটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছি। কিন্তু আমরা জানি যে লড়াই শেষ হয়নি। অ্যানফিল্ড সত্যি খুব কঠিন জায়গা।"

গত মৌসুমে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে নিজেদের মাঠে ৪-১ গোলে রোমাকে হারিয়েছিল বার্সেলোনা। কিন্তু পরের লেগে ৩-০ গোলের হারে ছিটকে যায় মেসিরা। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে তাই সতর্ক ভালভেরদে।

"লিভারপুল কিছু পরিষ্কার সুযোগ পেয়েছিল — একটা তো পোস্টে লেগে ফিরল। টের স্টেগেন একটা দারুণ সেভ করল। তাদের সুযোগ এসেছিল এবং আমাদের মাঝেমাঝে ভুগতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যিকারের শক্তিশালী একটা দলের বিপক্ষে আমরা ভালো একটা ফল পেলাম।"

"কিন্তু এটা গত বছরের মতো একই ফলাফল। রোমার বিপক্ষেও আমরা তিন গোলে এগিয়ে ছিলাম।"

৭ মে লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ডে হবে শেষ চারের ফিরতি পর্ব।

বয়সের 'হাফ সেঞ্চুরি' পূর্ণ করলেন লারা

ব্রায়ান চার্লস লারা, ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। টেস্ট ক্রিকেটে একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে ৪০০ রানের রেকর্ডের মালিক তিনি। নিজের দিনে পৃথিবীর যেকোনো বোলারকে স্রেফ নাস্তানাবুদ করে ছাড়তেন। ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের 'স্ট্রেইট ড্রাইভ' যদি হয় দৃষ্টিনন্দন, লারা'র 'পুল শট' এক কথায় অসাধারণ। আজ ক্যারিবীয় কিংবদন্তির ৫০তম জন্মদিন।

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের সোনালী প্রজন্মের শেষ, আর লারা'র উত্থান প্রায় একই সময়ে। ভঙ্গুর ওই দলটিকে প্রায় একাই টেনে নিয়ে গেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। হয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইতিহাসের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। ১৩১ টেস্টের ক্যারিয়ারে তার রান ১১ হাজার ৯১২, সেঞ্চুরি ৩৪টি আর ফিফটি ৪৮টি।

লারা'র ওয়ানডে ক্যারিয়ারও ছিল দারুণ। ২৯৯ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে ৪০.৯০ গড়ে ১৯টি সেঞ্চুরি ও ৬২টি ফিফটিসহ ১০ হাজার ৩৪৮ রান ঝুলিতে পুরেছিলেন তিনি। এছাড়া তিনি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের কীর্তির মালিক। ১৯৯৪ সালে এজবাস্টনের বিপক্ষে ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে অপরাজিত ৫০১ রানের ওই কীর্তি আজও অমলিন।

ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ২০০৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে ক্যারিবীয়দের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লারা। ওটাই তার শেষ টুর্নামেন্ট। সেবার সুপার এইটের ম্যাচে ইংলিশদের কাছে হেরে বিদায় নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপরই ১৭ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানেন তিনি।

১৯৯০ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় লারা'র। একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে এক মাস পর তার টেস্ট অভিষেকও সম্পন্ন হয়।

ঘাসের বিশ্বকাপ ট্রফি

ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় যজ্ঞের অপেক্ষা আর মাত্র ২৭ দিন। দলগুলো সময় পার করছে নিজেদের গুছিয়ে নিতে। বসে নেই সমর্থকরাও। নিজ নিজ পছন্দের দলের জন্য সাধ্যমতো ভালোবাসা দেখিয়ে যাচ্ছেন তারা। তবে কেউ কেউ আছে শুধু দলের জন্য নয়, ভালোবাসা ফুটিয়ে তুলেছেন ক্রিকেটের প্রতি। তেমনই একজন পাওয়া গেলো আফগানিস্তানে। ক্রিকেট তথা বিশ্বকাপের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে আস্ত 'বিশ্বকাপ ট্রফি' বানিয়ে ফেলেছেন। ২০১৫ সালে প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নেয় আফগানিস্তান। প্রথমবার থেকেই ক্রিকেট উন্মাদনায় মেতে আছে দেশটি। এবার যেনো সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এক সমর্থক ক্রিকেটের প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করতে ঘাস দিয়ে বানিয়ে ফেলেছেন বিশ্বকাপ ট্রফি। যদিও তার নাম জানা যায়নি কিন্তু এরই মধ্যে এক প্রকার তারকাই বনে গেছেন তিনি। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) বুধবার তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে এ সমর্থকের ছবি প্রকাশ করে। ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমরা এটা দারুণ পছন্দ করেছি। আফগানিস্তানের এক সমর্থক শুধু ঘাস দিয়ে এই দারুণ বিশ্বকাপ ট্রিফিটি বানিয়েছে এবং আমরা তাকে খুঁজছি যিনি এটা বানিয়েছেন।'

বার্সার মাঠে বড় হারে উদ্বিগ্ন নন ভন ডাইক

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে বার্সেলোনার মাঠে বড় হারের পর প্রতিযোগিতার টানা দ্বিতীয় ফাইনালে পৌঁছানোর আশা ছাড়ছেন না লিভারপুলের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার ভার্জিল ভন ডাইক। নিজেদের মাঠে ফিরতি পর্বে ঘুরে দাঁড়াতে আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে কঠোর পরিশ্রম করে যেতে চান ডাচ এই ফুটবলার।

বুধবার কাম্প নউয়ে সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে বার্সেলোনার কাছে ৩-০ গোলে হারে লিভারপুল। ২৬তম মিনিটে স্বাগতিকদের প্রথম গোল এনে দেন লুইস সুয়ারেস। ৭৫তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মেসি। সাত মিনিট পর পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলারের দারুণ এক ফ্রি-কিকে অতিথিদের বড় হার নিশ্চিত হয়। ম্যাচের পর হাল না ছেড়ে ইতিবাচক থাকার কথা জানান ভন ডাইক।

"আমরা খুব ভালো কিছু সুযোগ পেয়েছিলাম — একটা গোল করা উচিত ছিল। আর তারাও চতুর্থ গোল করতে পারত --- কিন্তু ফলাফলটা ৩-০ এবং অ্যানফিল্ডে আমাদের একটা বড় কাজ করার আছে।"

"পুরো মৌসুম জুড়েই আমরা দেখিয়েছি যে আমরা কখনও হাল ছাড়ি না। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে হতে হবে এবং দেখাই যাক কী হয়।"

"আমরা শুধু নিজেদের ওপর বিশ্বাসই রাখতে পারি এবং কঠোর পরিশ্রম করাটা চালিয়ে যেতে পারি। আমরা ইতিবাচক থাকতে পারি এবং এখানে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।"

আগামী মঙ্গলবার অ্যানফিল্ডে ফিরতি লেগে মুখোমুখি হবে দুই দল।

আফ্রিদির বিশ্বকাপ একাদশে নেই শচীন-লারা-ইমরান

ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় আয়োজন বিশ্বকাপের বাকি আর মাত্র ২৭ দিন। চারদিকে সাজ সাজ রব। দলগুলো নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছে পাশাপাশি সাবেক ক্রিকেটার ও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাও পার করছেন ব্যস্ত সময়। কোন দল অভিজ্ঞতায় এগিয়ে, কোন কোন দল যাবে সেমিফাইনালে-ফাইনালে এমন সব মন্তব্য নিয়ে চলছে বিশেষজ্ঞদের কথার লড়াই। কেউ কেউ দিচ্ছেন পছন্দের সেরা বিশ্বকাপ একাদশ।

বিশ্বকাপকে সামনে রেখে পাকিস্তানের সাবেক তারকা অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদির কাছে ক্রিকেটের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানতে চায় তার দৃষ্টিতে বিশ্বকাপের সর্বকালের সেরা একাদশ কোনটি। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তার সেরা একাদশে জায়গা দেননি কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকার ও সময়ের সেরা ব্যাটসম্যান ব্রায়ান লারাকে।

আফ্রিদির সাজানো সর্বকালের সেরা একাদশে ভারত থেকে সুযোগ পেয়েছেন একমাত্র বিরাট কোহলি। নিজ দেশ পাকিস্তান থেকে আছেন পাঁচজন, তবে আফ্রিদির সেরা একাদশে জায়গা হয়নি পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক ইমরান খানের।

আফ্রিদির বাছাইকৃত সর্বকালের সেরা একাদশ:

সাঈদ আনোয়ার (পাকিস্তান), অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (অস্ট্রেলিয়া), রিকি পন্টিং (অস্ট্রেলিয়া), বিরাট কোহলি (ভারত), ইনজামাম-উল-হক (পাকিস্তান), জ্যাক ক্যালিস (দক্ষিণ আফ্রিকা), ওয়াসিম আকরাম (পাকিস্তান), গ্ল্যান ম্যাকগ্রা (অস্ট্রেলিয়া), শেন ওয়ার্ন (অস্ট্রেলিয়া), শোয়েব আখতার (পাকিস্তান), সাকলায়েন মুশতাক (পাকিস্তান)।

কৌতিনিয়োকে দুয়ো দেওয়ায় সমর্থকদের সমালোচনায় মেসি

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচে নিজ ক্লাবের সমর্থকদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হওয়া বার্সেলোনার মিডফিল্ডার ফিলিপে কৌতিনিয়োর পাশে দাঁড়িয়েছেন লিওনেল মেসি। সতীর্থকে দুয়ো দেওয়ার ঘটনায় সমর্থকদের সমালোচনা করেছেন অধিনায়ক। আহ্বান জানিয়েছেন মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার।

বুধবার কাম্প নউয়ে সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে লিভারপুলকে ৩-০ গোলে হারায় বার্সেলোনা। ২৬তম মিনিটে স্বাগতিকদের প্রথম গোল এনে দেন লুইস সুয়ারেস। দ্বিতীয়ার্ধের দুই গোলে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন মেসি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দারুণ আক্রমণাত্মক ফুটবলে বার্সেলোনাকে চেপে ধরে লিভারপুল। পরিস্থিতি সামাল দিতে কৌতিনিয়োর জায়গায় ডিফেন্ডার নেলসন সেমেদোকে নামান বার্সেলোনা কোচ এরনেস্তো ভালভেরদে। ২৬ বছর বয়সী কৌতিনিয়ো মাঠ ছাড়ার সময়ে তাকে দুয়ো দেয় সমর্থকরা। ম্যাচের পর দলীয় ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন ৩১ বছর বয়সী মেসি।

"মৌসুমের ফল নির্ধারণী পর্যায়ে আমরা রয়েছি। অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে আমাদের এখন বেশি ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।"

"আমি মৌসুমের শুরুতেই এ কথা বলেছিলাম। কারও সমালোচনা করার সময় এটা নয়।"

"আমাদের একে অপরকে সমর্থন করতে হবে এবং মৌসুমের বাকিটা সময় একসঙ্গে থাকতে হবে। একজন খেলোয়াড়কে যখন তুলে নেওয়া হয়, তখন তার সঙ্গে এমন আচরণ করাটা জঘন্য ব্যাপার।"

-ঃ অপরিচিত মৃত ব্যক্তির সনাক্ত করণ চাই ঃ-

Ref:- Jirania PS UD case No- 05/2019 dt 29/04/2019 u/s-174 CrPC

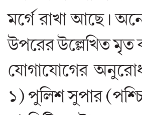

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মৃত ব্যক্তির। বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রঙ শ্যামলা। চুল-কালো। স্বাস্থ্য-পাতলা, মুখমন্ডল-ডিমাকৃতি। পরনের নীল রঙের টি শার্ট ও খাকি রঙের ফোল পেন্ট।

গত ২৯-০৪-২০১৯ ইং তারিখ বিকাল আনুমানিক ৬টা ৩০ মিঃ জিরানীয়ার নারায়ণ বাড়ী বঙ্কিম নগর রাস্তার পাশে একজন অপরিচিত মৃতদেহ পাওয়া যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও মৃত ব্যক্তির কোন আত্মীয়র খেবর পায় নাই। উপরের উল্লেখিত মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা থাকলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগের অনুরোধ রইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) জিরানীয়া থানা - ০৩৮১-২৩৪-৬২২২

ICA/D-127/2019-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

CLAIMANT NOTICE

Whereas the vehicle Registration No. TR-02B 2347 (Bajaj Auto Rikshwa) have been seized by forest officials for carrying illegal teak swan timber over 0.190 cum without permission of the authority and without GP/TP, which apparently procured illegally and whereas. under Sub-Section 52 (A) of IFA(Tri. 2" Amend.) 1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle for its lise in commission of Forest Office Li/s 41 & 42 of IFA 1972 and rules make by the Govt. of Tripura. Now therefore, it is hereby brought to the notice of the legal owner of the said vehicle to prefer his/her claim over the vehicle to the Authorized Ollicers (District Forest Ollicer. Dhalai) within 25(wenty live) days from the date of issue of this notice along with copies of all relevant documents. regarding lawful ownership of the said seized vehicle. If the owner or his/her authorized representatives failed to do so the decision regarding conliscation of the vehicle along with seized forest produces shall be taken ex-parte.

Issued under my seal & signature this day on 29, 04-2019

ICA/D-121/2019-20

Sd/ (Authorized Officer)
District Forest Officer
Dhalai District, Ambassa

যে কোন স্মার্ট ফোনেও ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই ভিডিও সহ খবর পড়তে পারবেন সহজে

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বৃহস্পতিবার বিজেপির তরফে ধিক্কার ও প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয় রাজধানীতে। ছবি- নিজস্ব।

তিন বছরের মধ্যে টিআরটিসি-কে লাভজনক করা হবে, জানালেন সংস্থার চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজ্য সরকারের অধীনস্ত ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগম (টিআরটিসি)-কে লাভজন সংস্থায় পরিণত করা হবে। তখন টিআরটিসি পরিচালনার জন্য সরকারের কাছ থেকে অর্থ নিতে হবে না। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করছে সংস্থার বর্তমান পরিচালন মণ্ডলি। জানালেন সংস্থার চেয়ারম্যান অলীক মজুমদার। সম্প্রতি ত্রিপুরার ৫০টি মোটরস্ট্যান্ড পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের পরিবহণ সংস্থা টিআরটিসি-র হাতে তুলে দিয়েছে। আগে এই মোটর স্ট্যান্ডগুলি সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত হত। বৃহস্পতিবার অলীক মজুমদার আগরতলার চন্দ্রপুর এলাকার ইন্টার স্টেট বাস টার্মিনাস এবং নাগেরজলা মোটর স্ট্যান্ডের বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে বেরিয়ে এ কথা জানান অলীক মজুমদার। তিনি আরও জানান, এক সময় ত্রিপুরার যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য টিআরটিসি ছিল প্রথমসারিতে। কিন্তু গত ২৫ বছরের বামফ্রন্ট সরকার লাভজনক এইসংস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এর পিছনে ছিল একাংশ বামফ্রন্ট নেতা পরিচালিত বেসরকারি গাড়ির লাভালাভের কথা চিন্তা করে।শুধু তা-ই নয়, প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দে টিআরটিসি-র জমি মর্জিমাফিক দলীয় নেতা-কর্মীদের ব্যক্তিগত কাজের জন্য দিয়েছিলেন। সংস্থার বর্তমান পরিচালন মণ্ডলি টিআরটিসি-র জবরদখলকৃত জমি উদ্ধার করছে এবং আরও উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলাছে। টিআরটিসি-কে ঘিরে বাম আমলে যে মাফিয়ারাজ গড়ে উঠেছিল তা একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। টিআরটিসি-র জমিকে পরিকল্পনা বলে বাণিজ্যিক কাজে লাগানো হচ্ছে। যে-সমস্ত রুটে বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই সকল রুটে ফের বাস পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। তাছাড়া টিআরটিসিতে আরও নতুন রুট যুক্ত করা হচ্ছে। চেয়ারম্যান অলীক মজুমদার জানান, যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য আরও নতুন গাড়ি ক্রয় করা হচ্ছে। খুব দ্রুত আগরতলা শহরে সিটিবাস পরিষেবা চালু করা হবে বলেও জানান তিনি।

ফণী : শুক্রবার রাত থেকে ২০ ঘন্টার ওপর কলকাতা বিমানবন্দর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২ মে (হি. স.): আগামীকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ন'টা থেকে শনিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কলকাতার নেতাজী সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দর সূত্রের খবর, 'ফনী'-র সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার জন্য এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে কলকাতা বিমানবন্দর সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশ এই প্রথম বলে জানা গিয়েছে বিমানবন্দর সূত্রে। কেন্দ্রীয় অসামরিক উড়ান চলাচল মন্ত্রী সুরেশ প্রভুও সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিভাগকে সব রকম সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

কলকাতা বিমানবন্দরের এক নিরাপত্তা আধিকারিক 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, এই বিমানবন্দরে কোনও পরিস্থিতিতে এই রকম সতর্কতা আগে নেওয়ার কথা শোনা যায়নি। শুক্রবার রাত সাড়ে ন'টা থেকে শনিবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত কোনও বিমান এই বিমানবন্দরে অবতরণ করবে না। উড়বেও না। ডিজি সিভিল অ্যাভিয়েশনের দফতর থেকে এ ব্যাপারে জানানো হয়েছে।" ৪ মে সকালে ফনী-র পূর্ণ দাপট পশ্চিমবঙ্গে এসে পড়ার কথা। সন্ধ্যায় সেটি সরে যাওয়ার কথা বাংলাদেশের দিকে। আজ মধ্যরাত থেকে আগামী ২৪ ঘন্টা ভুবনেশ্বর বিমানবন্দর থেকেও বিমান ওঠানামা করবে না।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সুরেশ প্রভু কলকাতা-সহ প্রতিটি বিমানবন্দরকে ফেনী-র মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন। যে সব সংস্থার দুর্যোগে ত্রাণসামগ্রি সরবরাহ করার কথা, তাদের সব রকম সক্রিয় থাকতে বলেছেন তিনি। সম্ভাব্য সব রকম পরিস্থিতির জন্য বিমান পরিষেবার সকলকে সজাগ থাকার কথা জানিয়ে তিনি বলেছেন এ কারণে বিশেষ কন্টোল রুম করা হচ্ছে।

আশঙ্কা, আয়লার থেকে বিধ্বংসী এই ঝড় তাণ্ডব চালাবে রাজ্যেও। তার জন্য সতর্ক নজরদারি চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে ফণীর প্রভাবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে প্রবল ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দুই মেদিনীপুর ও হাওড়ায় প্রবল ঝড়বৃষ্টি হবে। দুই ২৪ পরগনা ও কলকাতায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দিঘা, বকখালি এবং মন্দারমণিতে সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মাইকিং করে দিঘা সহ উপকূলবর্তী পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে সতর্ক করা হচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ১০০—১৫০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসছে ঝড়।

এদিকে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে কলকাতা বিমানবন্দরে 'ফণী'-র সতর্কতায় বিশেষজ্ঞ দল গঠিত হয়েছে। দলে ইঞ্জিনিয়র ও অপারেশন সিস্টেমের আধিকারিকরা রয়েছেন। এই বিশেষজ্ঞ দল ২৪ ঘণ্টা উপস্থিত থাকবেন বিমানবন্দরে। পাশাপাশি, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানানো হয়েছে, বিমানবন্দরের কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। ভিজিটর প্রবেশেও জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। সিকিওরিটি ফোর্সকে বিমানবন্দরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জেই মেইনস্ এ রাজ্যে প্রথম সায়নদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।।কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের নেশন্যাল টেস্টিং এজেন্সি পরিচালিত জয়েন্ট এন্ট্রান্স অর্থাৎ জেই মেইনস্ এ আগরতলা ভোলানন্দ পল্লিস্থিত শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সায়নদীপ ভৌমিক সারা রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৩০৪, পার্সেন্টাইল ৯৯.৯৩। সারা দেশে সায়নদীপ ৩১তম স্থান দখল করেছে। তার এই অসাধারণ সাফল্যে আগরতলা ভোলানন্দ পল্লিস্থিত শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের অধিকর্তা দীনবন্ধু দাস সহ অন্য শিক্ষক শিক্ষিকারা তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তার ভবিষ্যৎ জীবনে আরও বেশি সাফল্য কামনা করেছেন। উক্ত বিবৃতি এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পত্নীর বিরুদ্ধে কুৎসা : টিপিসিসি মুখপাত্র তাপস দে-র বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা মুখপাত্র তাপস দে-র বিরুদ্ধে পশ্চিম আগরতলা থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব এবং তাঁর পত্নীকে জড়িয়ে নোংরা ভিত্তিহীন কুৎসা রটানোর অভিযোগে রাজধানীর বনমালীপুর এলাকার বিজেপি কর্মী জনৈক সুমিত সরকার কংগ্রেগ নেতা তাপসের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা পুলিশের দক্ষিণাঞ্চলের ডিআইজি অরিন্দম নাথ হিন্দুস্থান সমাচার-এর কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তবে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তাপস দে-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এবং স্ত্রীর ডিভোর্সের খবর পরিবেশিত হয়েছে। এই সংবাদের লিঙ্ক তিনি তাঁর বন্ধুদের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্তরে শেয়ার করেছেন মাত্র। তিনি এখানে নিজের মতামত যুক্ত করেননি। এফআইআর-এর প্রেক্ষিতে পুলিশ আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করছেন বলেও জানান তাপস। তবে এ ঘটনার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন বলেও পরিষ্কার জানিয়ে দেন। তাঁর প্রশ্ন, যে-সব সংবাদ মাধ্যম এই খবর পরিবেশন করেছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন? তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর উদ্দেশ্যমূলক বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। প্রয়োজনে পাল্টা মামলা করতে পারেন বলেও জানান কংগ্রেস নেতা তাপস দে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পত্নীকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ভিত্তিহীন খবর সম্প্রচার এবং অশ্লীল মন্তব্য করার অভিযোগে ইতিমধ্যে সৈকত তলাপাত্র নামের এক যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের পর সৈকতের ঠাঁই হয়েছে জেল হাজতে। তাকে আবার আগামীকাল আদালতে তোলা হবে। সৈকত তলাপাত্রের বিরুদ্ধেও পশ্চিম আগরতলা থানায় জনৈক বিজেপি কর্মী সুমিত সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়েছে।

মনমোহন সিং-এর আমলে ছয়টি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালানো হয়েছিল, দাবি রাজীব শুক্লার

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.) : সন্ত্রাসবাদ দমন প্রসঙ্গে কংগ্রেসের নরম অবস্থানকে বারবার কটাক্ষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। কেন্দ্রে দশ বছরে ইউপিএ-র শাসনকালে দেশজুড়ে একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলা হলেও, জঙ্গি দমনে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি কংগ্রেস বলে দাবি করা হয়েছে বিজেপির তরফে। এর পাল্টা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা রাজীব শুক্লা দাবি করেছেন ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের ইউপিএ জমানায় ছয়বার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে। এদিন রাজধানী দিল্লিতে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজীব শুক্লা বলেন, মনমোহন সিং সরকারের আমলে ছয়টি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে। ২০০৮ সালের ১৯ জুন জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চের ভাট্টাল সেক্টর, ৩০ আগস্ট থেকে পয়লা সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে খেল-এর নীলম নদীর কাছে সারদা সেক্টর, ২০১৩ সালের ৬ জানুয়ারি সাওন পাত্র চেকপোস্ট, ২৭ জুলাই এবং ২৮ জুলাই ২০১৩ সালের নাজাপীড় সেক্টর, ২০১৩ সালের ৬ আগস্টে নীলম উপত্যকা এবং ২০১৪-এর ১৪ জানুয়ারি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে। রাজীব শুক্লা আরও দাবি করেন, প্রথম এনডিএ সরকারের আমলে অর্থাৎ অটলবিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন ২০০০ সালের ২১ জানুয়ারি নাদালা এনক্লেভ এবং ২০১৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পুঞ্চের বারোহ সেক্টরে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালানো হয়েছিল।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতীয় বায়ুসেনার নয়া উপপ্রধান হলেন এয়ার মার্শাল রাকেশ কুমার

কলকাতা, ২ মে (হি.স) : ভারতীয় বায়ুসেনার নয়া উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন এয়ার মার্শাল রাকেশ কুমার সিংহ ভাদুরিয়া। বুধবার দিল্লিতে এই নতুন পদে যোগদান করেন তিনি । ওইদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বায়ুসেনার অনান্য বিভাগীয় প্রধানরা।

বৃহস্পতিবার হিন্দুস্থান সমাচারকে এই নয়া উপপ্রধান যোগের কথা জানান, এয়ার উইং কমান্ড তথা বায়ু সেনার মুখপাত্র অনুপম ব্যানার্জি।

ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির প্রাক্তনী, এয়ার মার্শাল রাকেশ কুমার ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দেন ১৯৮০ সালের ১৫ জুন। এরআগে বায়ুসেনার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি । ২৬ রকম ফাইটার জেট ওড়াতে দক্ষ এয়ার মার্শাল রাকেশ কুমার উ এছাড়াও যে কোনও ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফ ওড়াতেও সিদ্ধহস্ত তিনি। তার কর্মজীবনে মাঝ আকাশে ৪,২৫০ ঘণ্টা ওড়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।

এবছরেরই ৩০ এপ্রিল বায়ুসেনার 'ভাইস চিফ অব এয়ার স্টাফ' (ভিসিএএস) হিসেবে দায়িত্ব নেন তিনি। ২০১৮ সালের ১ অক্টোবর উপপ্রধানের দায়িত্ব থেকে অবসর নেন এয়ার মার্শাল শিরিষ বাবান দেও।

সেই পদের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন এয়ার মার্শাল অনিল খোশলা। এবার সেই পদ গ্রহণ করলেন এয়ার মার্শাল রাকেশ কুমার।

রাকেশ কুমারের জন্ম বাংলাদেশে। সেখানেই কম্যান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ থেকে প্রতিরক্ষা বিষয়ে মাস্টার্স করেন তিনি। এরআগে বায়ুসেনার জাগুয়ার স্কোয়াড্রনের কম্যান্ডিং অফিসার রাকেশ কুমার প্রিমিয়ার এয়ার ফোর্স স্টেশনেরও প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। উপপ্রধানের পদ পাওয়ার আগে বায়ুসেনার ট্রেনিং কম্যান্ডের এয়ার অফিসার কন্যান্ডিং ইন চিফ হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি।

এর আগে তার কাজের দক্ষতার জন্য একাধিক পুরস্কৃত হয়েছেন রাকেশ কুমার। 'পরম বিশিষ্ট সেবা মেডেল,' থেকে শুরু করে 'অতি বিশিষ্ট সেবা মেডেল' ও 'বায়ু সেনা মেডেল'-এর মতো একাধিক পুরস্কারে সন্মানিত করা হয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার উপপ্রধান এয়ার মার্শাল রাকেশ কুমারকে।

জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে আরও বড় পদক্ষেপ ইডির

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.) : জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে আরও বড় পদক্ষেপ নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। ইতিমধ্যেই জাকিরের বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। এবার জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে প্রসেকিউশন অভিযোগ দায়ের করল ইডি। আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ২০১৬

ছয়ের পাতায় দেখুন

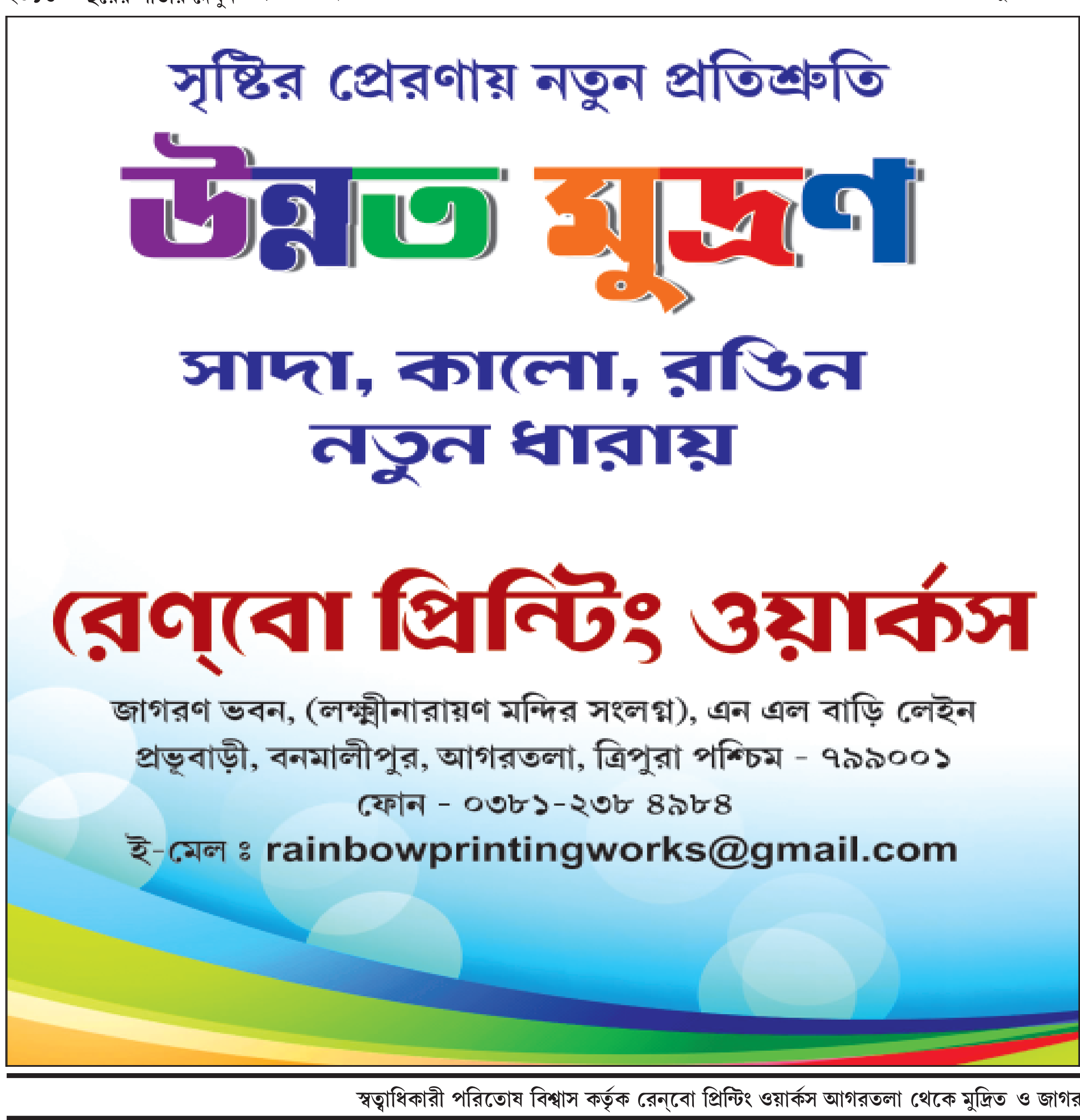

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।